-রাজস্থানের চারণ-গীতি মুখরিত-

রাজপুত-বালা

'বাদলের বারিধারা প্রায়
পড়ে অস্ত্র বালিকার গায়।'

ষষ্ঠ সংস্করণ

১৩৩৪

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৲ এক টাকা

— প্রকাশক —
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির পরিচালিত
নির্ম্মল-সাহিত্য-পীঠ
৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, (ঠন্‌ঠনে কালীতলা)
কলিকাতা।

কার্ত্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রীতি-উপহার
শ্রী

রাজপুত-বালা

ঐতিহাসিক কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

“স্মরণ রেখো—আমি রাজপুত-বালা।”

“আর তুমিও স্মরণ রেখো রাজপুত-বালা, আমি বাংলার নবাব।”

“হলেও তুমি বিদেশী—বিজাতি—বিধর্ম্মী। ইচ্ছা করলে হিন্দু তোমায় পিষে মারতে পারে।”

“সে সঙ্ঘবদ্ধ হলে। বন্য পশু, কেশরী-হুঙ্কারে আর্ত্ত শ্বাসে পালায়; কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হলে অবহেলে অনায়াসে সংহার করতে পারে।”

কিন্তু অরণ্যে যখন অগ্নি জ্বলে ওঠে, তখন আর কেউ কেশরী-শঙ্কা করে না! তেমনি, তুমি যদি আজ হিন্দু-

বালিকার ওপর অযথা অত্যাচার করে সমগ্র হিন্দু-জাতির হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও—তা'হলে আর কেউ তোমায় শঙ্কা করবে না, নবাব।”

“কিন্তু বালিকা, হিন্দুর হৃদয় যে হিম-শীতলতায় জমাট বেঁধে গেছে—আর উত্তাপিত হবে না। যদি হিন্দুর হৃদয়ে দাহিকা-শক্তি থাকতো—তাহলে যখন প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যে, লক্ষশত জাগ্রত নেত্রের সম্মুখ দিয়ে তোমাকে বলপূর্ব্বক আমার প্রাসাদে আনয়ন করি, তখন হিন্দুর হৃদয়ে আগুন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠ্‌তো। তাই বলি রাজপুত-বালা, হিন্দু আজ নিষ্প্রাণ—নির্জ্জীব।

আত্মরক্ষায় একটা পক্ষীও চঞ্চুতে আঘাত করতে ধাবিত হয়! কিন্তু, হিন্দু তোমায় রক্ষার্থে—জাতির মর্য্যাদা রক্ষার্থে একটী অঙ্গুলীও উত্তোলন করলে না; এত হেয়—এত হীন এই কাফের। একজন—একজনও যদি আমার এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্ফীত বক্ষে—দীপ্ত ভালে—দৃপ্ত শির-শীর্ষে দণ্ডায়মান হতো—তাহলে বুঝতুম, হিন্দুর মধ্যে এখনও মানুষ আছে—মনুষ্যত্ব আছে—প্রাণ আছে।”

“মানুষ দেখ্‌তে নবাব, যদি আমার স্বামী, আমার জগৎপূজ্য বিশ্ব-বিশ্রুত শ্বশুর জগৎশেঠ এখানে উপস্থিত থাকতেন।” *

---

* আমাদের নায়িকা রাজপুত-বালা “জগৎশেঠ” উপাধিধারী ফতেচাঁদের পুত্রবধূ কিম্বা পৌত্রবধূ সে বিষয়ে মতবিরোধ থাকায় আমি পুত্রবধূ রূপে পরিচিতা করলুম।

"তাঁর সঙ্গে সমগ্র মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা তো দিল্লী যায় নাই!"

"তারা কাণ্ডারী-হীন—তাই মনের আগুন অতি কষ্টে নিরুদ্ধ রেখেছে। আমার শ্বশুরের আগমনমাত্র সে হৃদয়-নিরুদ্ধ অগ্নি মহা-শিখায় মহাতেজে—লক্ষ লেলিহান জিহ্বা-বিস্তারে সমগ্র বঙ্গাকাশ রঞ্জিত করে—বাতাস প্রতপ্ত করে ব্যোমস্পর্শে জ্বলে উঠবে। সে প্রবল অনলে তোমার সিংহাসন, তোমার জীবন, তোমার ধন জন এক লহমায় পুড়ে ভস্ম হবে—এ স্থির জেন, নবাব সরফরাজ।" *

"জ্বলে আগুন,—জ্বলুক। শক্তি থাকে নির্ব্বাপিত করবো। কবে,—কোথায়,—কোন অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে অগ্নি প্রজ্বলিত হবার আশঙ্কায় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব তার সঙ্কল্প বিচ্যুত হয়ে শঙ্কিতচিত্তে—সভয়ে তোমার ন্যায় ত্রিলোক-আলোকময়ী বেহেস্তের রাণীকে ত্যাগ করবে না, বালিকা।"

"শতজীবন আর্ত্ত হাহাকারে ব্যর্থতায় ঢলে পড়বে নবাব—তবুও তোমার আশা পূর্ণ হবে না!"

"বাধা দেয় কে?"

"এই ছুরিকা।"

"তোমার ঐ পুষ্প-পেলবময় কনক-কর-ধৃত ছুরিকা, শত

* নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র এই সরফরাজ।

যুদ্ধজয়ী, শত ভীম করবাল-আঘাত-ধারী আমার হৃদয় তো বিদ্ধ করতে পারবে না, রাজপুত-বালা !"

নিজের হৃদয় তো বিদ্ধ করতে পারবো ?"

"মরবে ! কেন, কি দুঃখে বালিকা ? বাংলার শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎ-শেঠের বধূ তুমি—বাংলার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তুমি। হাস্যোজ্জ্বলা, মধুরোজ্জ্বলা, রূপোজ্জ্বলা স্নিগ্ধ-তরুণ-অরুণ-কনক-কর-কিরণ-নিকর-নিষিক্তা ঊষার ন্যায়—সদ্য-স্ফুটনোন্মুখী কোমল কমলের ন্যায় যৌবনোন্মুখী তুমি। শত আশায়—আনন্দে, শত মোহন মধুর মদিরস্বপ্নে পরিপূর্ণায়ত—তরঙ্গায়িত অন্তর তোমার। শত-শতদল-শোভা-শোভিতা শত-শরদিন্দুর সুস্নিগ্ধ স্নিগ্ধতায়—শত স্বর্গের সৌন্দর্য্যে রূপরাশি গঠিত তোমার। এই রূপ—এই যৌবন—এই মাধুর্য্য—এই সৌন্দর্য্য অকালে অবহেলায় নষ্ট করলে বিধাতা বিরূপ হবেন বালিকা। তাই বলি, ও সঙ্কল্প ত্যাগে—বোস বাংলার সিংহাসনে। গৃহ কোণে তোমার ঐ অনন্ত সুষমা-নিষিক্তা—কোমলতা-বিগলিতা—অকল্পনীয়া—অলোক-অতুলনীয়া রূপ-সম্ভার লুকায়িত ছিল বলেই এনেছি তোমায় এখানে——বসাচ্ছি তোমায় বাংলার সিংহাসনে। মানব তোমার ঐ ললামভূতা—স্বর্গ-সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার-আবরিতা মহিমাময়ী জগজ্যোতির্ম্ময়ী রূপরাশি দর্শনে নয়ন জীবন সার্থক করুক—ধন্য করুক। আর নবাব সরফরাজ, তোমার রূপ-পাদ-পদ্মে তার সর্ব্বস্ব অর্পণে সাধনা সফল করুক—রাজপুত-বালা !"

"প্রলোভনে ভুলাতে চাও রাজপুত-বালাকে? যে রাজপুত-বালা তার নারীত্ব রক্ষায় স্বকরে চিতা প্রজ্বলনে সানন্দে সহর্ষে ঝাঁপ দেয়; যে রাজপুতবালার ধ্যান—পতির মূর্ত্তি; জ্ঞান—পতিপদ; শিক্ষা—পতিসেবা; কর্ত্তব্য—পতিপূজা; যে রাজপুত-বালা শিশুকাল হতে শত দেব-দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে কেবল মাত্র প্রার্থনা করে—পতিপদে মতি; যে রাজপুত-বালার দানে, ধ্যানে, দেবার্চ্চনায়, পুণ্যে, ধর্ম্মে, প্রার্থনায় শুধু পতির মঙ্গল কামনা নিহিত—সেই রাজপুত-বালা তোমার তুচ্ছ সিংহাসন—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য-প্রলোভনে তার বিশ্ব-আলোকময়ী ত্রিলোক-ক্রয়কারী সতীত্ব বিসর্জ্জন দেবে! নররাক্ষস, গর্ব্বান্ধ নবাব, পদাঘাত করে রাজপুত-বালা তোর প্রলোভনে—পদাঘাত করে বাংলার সিংহা-সনে!"

"স্তব্ধ হও রাজপুত-বালা!"

বাক্যসহ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবীন নবাব সরফরাজ একটী স্বর্ণাদি সূত্র-জড়িত—স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত, মধ্যে মধ্যে মুক্তাদি খচিত মহামূল্য গোলাপ পুষ্পগুচ্ছ রাজপুত-বালার প্রতি ত্যাগ করিলেন। পুষ্পগুচ্ছ দ্রুত আসিয়া রাজপুতবালার যুগ্ম চরণোপরি পতিত হইল।

রাজপুত-বালার রত্নালঙ্কার-শোভা-শোভিত, অলক্ত-বিলেপিত শ্বেত শতদল তুল্য নিটোল কোমল পদে সেই স্বর্ণ সূত্র গ্রথিত—মণিমুক্তাদি-জড়িত গোলাপ পুষ্প-গুচ্ছ পতিত হইয়া যেন

তার পুষ্প-জীবনের সার্থকতায় হাস্যোজ্জলা—শোভা-প্রোজ্জলা হইয়া উঠিল।

নবাব, অনিমিষে অপলকে সেই পুষ্পরাজি-রাজিত বালিকার রাতুল চরণশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল—ক্ষণকাল মধ্যেই নবাবের সৌন্দর্য্য-দর্শন-তৃষা, পুষ্পের হাস্য-পিপাসা চূর্ণিত হইল। সরোষে সতেজে সবেগে বালিকা, পুষ্প-গুচ্ছ পদদলিত করিতে করিতে সুতীব্র স্বরে বলিল,—

"নবাব, এই ভাবে একদিন তোমার ঐ কনক-কিরীট-শোভিত শির বঙ্গ-মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত—মানব-পদদলিত হবে।"

"দলিত করবে কে?"

"হিন্দু"

"কোথায়?"

"রণস্থলে।"

"তাহলে এ তোমার অভিশাপ নয়—আশীর্ব্বাদ। বাংলার কোন নবাবের ভাগ্যে রণ-মৃত্যু লাভ হয় নাই। সেই দুষ্প্রাপ্য ভাগ্য যদি, সতী তুমি—তোমার অভিশাপে আমায় বরণ করে—তাহ'লে বাংলার ইতিহাসে নাম আমার অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। নবাব-জীবনের ধারাবাহিক নিয়মের একটা বিস্ময়কর—গৌরবকর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হবে। শত সূর্য্যের ন্যায় বীরত্বের দীপ্ত দীপে সরফরাজের সৌভাগ্য শত শ্রীতে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু, এ তুমি কি করলে—রাজপুত বালা! বাংলার নবাব প্রদত্ত—যে নবাবের একটু কৃপা কটাক্ষের জন্য—একটু প্রসাদের জন্য শত শত আমীর ওমরাহ, শত শত রাজন্য শির সদা আনত সদা ব্যগ্রতায় লালায়িত—সেই নবাব প্রদত্ত পুষ্পগুচ্ছ—যে পুষ্পগুচ্ছ বিলম্বে আনীত হওয়ায় পুষ্পোদ্যান রক্ষককে বন্দী করেছি—যে পুষ্পগুচ্ছ তোমায় উপহার দেবার জন্য দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে বিখ্যাত মাল্যকার দ্বারা রচিত করেছি, সেই মহামূল্য নবাবের পুষ্পগুচ্ছ তুমি পদতলে নিষ্পেষিত করলে! তোমার পদ্ম পদস্পর্শে পুষ্প-জীবন ধন্য হলেও আমি ধন্য হতে পারলুম না—রাজপুত বালা। পদ প্রহারে পুষ্পের মত আমাকেও ধন্য কর সতী।"

"সাবধান নবাব! দেখেছো এই ছুরিকা?"

"ক্ষুদ্র ও ছুরিকায় বাংলার নবাব ভীত হয় না।"

সহসা অতি কোমল অথচ অতি তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল;—
"তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ তরবারীও আছে, নবাব।"

বলিতে বলিতে তপ্ত রক্ত রবির মত—অগ্নি গোলকের মত—দেব শিশুর মত এক নবমবর্ষীয় সুন্দর বালক নবাব কক্ষে প্রবেশে, নবাব সন্মুখে তার ক্ষুদ্র করধৃত ক্ষুদ্র তরবারী উত্তোলনে দণ্ডায়মান হইল।

মহাবিস্ময়ে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন;

"কে তুমি, মরণেচ্ছুক?"

"আমি রাজপুত বালক।"

"বাঃ, চমৎকার! একদিকে এক দ্বাদশ বর্ষীয়া * তেজস্বিনী রাজপুত-বালা শাণিত ছুরিকা উত্তোলনে দণ্ডায়মানা, অন্যদিকে এক নবমবর্ষীয় তেজস্বী রাজপুত-বালক তীক্ষ্ণ তরবারী করে দণ্ডায়মান (২) আর—তার মধ্যস্থলে কোটী কোটী নরনারীর ভাগ্য-বিধাতা—বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধীশ্বর, নবাব সরফরাজ, মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত স্তনপায়ী শিশুর ন্যায় নিঃসহায়—অসহায়। বাঃ, চমৎকার! এমন দৃশ্য জগতে বোধ হয় এই প্রথম প্রতিফলিত হয়ে উঠ্‌লো।

দাঁড়াও—দাঁড়াও বালক বালিকা—অমনি সুপ্রজ্জোল দীপ্তিতে—অমনি মহিমোজ্জল মূর্ত্তিতে—অমনি অনল আভা আলোকিত অঙ্গে—অমনি মহিমোচ্ছসিত নয়নে—গৌরবা-

---

* ইতিহাস-বক্ষ-বিরাজিতা—বঙ্গ-ইতিহাস পরিবর্ত্তনের নিদানভূতা জগৎ-শেঠ-কুলবধূ এই রাজপুত-বালার বয়স সত্যই একাদশ হইতে দ্বাদশেরই মধ্যে। কিন্তু ইতিহাস-অবদানময়ী এই বালিকাকে ইতিহাস শুধু শেঠ-কুলবধু বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আমিও বালিকাকে নামহীনা করে শুধু "রাজপুত-বালা" বলেই অভিহিত করলুম।

২। সত্যই আমাদের নায়ক এই বালকের বয়স নবম বৎসর মাত্র। এ আমার কথা নয়—ইতিহাসের কথা। এই বালক ইতিহাস প্রসিদ্ধ সরফরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ বিজয়সিংহের একমাত্র পুত্র—নাম জালিম। কিন্তু আমাদের নায়িকা নামহীনা—শুধু রাজপুত-বালা বলেই অভিহিতা—সুতরাং আমাদের ইতিহাস-বক্ষ আলোকোজ্জ্বলকারী—গিরিয়ায় রণাঙ্গনে অস্ত্র-ঝঙ্কারকারী—অতুলনীয় বীর—আদর্শস্থানীয় পিতৃভক্ত বালক নায়ককেও শুধু রাজপুত-বালক নামেই পরিচিত করলুম।

ঙ্কিত বদনে—দাঁড়াও আমার সম্মুখে। দেখি আমি আকুল-পুলকে। না না, এ যে একা দেখে সুখের সাধ পূর্ণ হচ্ছে না। কে আছ কোথায়—এস ছুটে এস—শীঘ্র এস—শীঘ্র এস, দেখে যাও—দেখে যাও স্বর্গীয়-চিত্র—দেখে যাও কবির কল্পনার সজীব দৃশ্য।"

"এই যে এসেছি, নবাব।"

"কে? কে, বিজয়সিংহ! এসেছ? এস এস, বড় সু-সময়ে—বড় শুভ মুহূর্ত্তে এসেছ! বল, বল দেখি, সত্য করে বল দেখি দেহরক্ষী, এমন দৃশ্য আর কোথাও কখনও দেখেছ কি?"

"দেখা দূরের কথা—কখনও কোনদিন কল্পনায় বা ধারণায় আনতেও পারিনি। রাজা—যিনি বিধাতার সমতুল্য—প্রজার জনকসদৃশ—সেই রাজার এমন হীন জঘন্য প্রবৃত্তির স্ফুরণ কখনও কল্পনাতেও উদিত হয়নি।

বঙ্গেশ্বর, দাসত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্ব—বিবেক অর্পণ করিনি।

আমি মানুষ, আমি হিন্দু, আমি অস্ত্র ব্যবসায়ী, আমি বীর। বীরের অস্ত্র-সজ্জিত অঙ্গ শোভার জন্য নয়—দুর্ব্বল রক্ষণে।

নবাব, প্রভুহত্যার পাপে আমায় লিপ্ত না করে—এই মুহূর্ত্তে এই রাজপুত-বালাকে পরিত্যাগ করুন।"

"তুমি আমার দেহ-রক্ষী হয়ে—আমার দেহেই অস্ত্রাঘাত করবে?"

"করবো। নতুবা অন্য উপায় নাই।"

"অন্য উপায় যদি থাকে ?"

"অন্য উপায় আছে ?"

"আছে !"

"কি ?

"তোমার প্রাণ।"

"প্রাণদানে যদি নারীর গৌরব সু-উজ্জ্বল থাকে, তাহলে অকাতরে বিজয়সিংহ এই মুহূর্ত্তে জীবনাহুতি প্রদানে প্রস্তুত।"

"উত্তম, তাহলে তোমার অস্ত্র আমায় দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, বিজয়সিংহ !"

"গ্রহণ করুন নবাব—আমার একাগ্নী। আর প্রস্তুতের কথা ! নবাব বিদেশাগত—রাজপুতের জীবন-ইতিহাস অনবগত—তাই এ উক্তি। রাজপুত মৃত্যুর জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে, বঙ্গেশ্বর !"

"কিন্তু পর-প্রাণ বিনিময়ে নিজ-প্রাণ রক্ষা করতে রাজপুত-বালা ঘৃণা করে। হে বীর, হে উদার পুরুষ, হে মহান মানব, তোমার দেবত্ব-মহত্ত্ব-মণ্ডিত জীবন-বিনিময়ে আমার অনাবশ্যক প্রাণ চাই না। ক্ষান্ত হও মানব-প্রধান ! রাজপুত-বালাও মরতে জানে—মরতে পারে ! এই দেখ, রক্তভুক্ ছুরিকা তার করে।"

"বিজয়সিংহের সজাগ সুস্থ বিবেকের পথে—সুদীপ্ত সজীব নেত্রের সম্মুখে আজ যদি এক রাজপুত-বালা, তার নারীত্ব

রক্ষায় মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে দুরপনেয় কলঙ্কের ভারে বিজয়সিংহের ইহ-পরকাল নিমজ্জিত হবে। আর আজ যদি এক রাজপুত-বালার শুভ্র-স্বচ্ছ পূত-পবিত্র প্রাণহীন দেহ—যবন করস্পৃষ্টে কলুষিত হয়, তাহলে সমগ্র জাতির জীবন একটা ধিক্কারে হাহাকার করে উঠ্‌বে। তাই বলি রাজপুতবালা, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে—বীরের ধর্ম্মে বাধা দিও না। নবাব, রাজপুত-বালার জীবন আমাপেক্ষা অধিক মূল্যবান; তাকে মুক্তি দিয়ে আমায় অবিলম্বে বধ করুন।"

"তাহলে তো একা তোমার জীবনে রাজপুত-বালার জীবনের মূল্য হয় না। তবে?"

"তবে—আমার এই বালক-পুত্রকেও আমার সঙ্গে বধ করুন।"

"এই বালক তোমার পুত্র?"

"আমার একমাত্র পুত্র—আমার মর্ত্ত্যের একমাত্র শান্তির আধার—আমার একমাত্র আদরের শিষ্য।"

"সেই স্নেহ-শান্তির আধারটাকে, সেই একমাত্র পুত্রকে বলি দেবে! এ কি বল্‌ছো তুমি, দেহ-রক্ষী! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ, বিজয়সিংহ?"

"না নবাব, উন্মাদ হই নাই। বরং আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়ে রাজস্থানের শত-গৌরব-মেখলা-মণ্ডিত—কনক-কীর্ত্তি-কিরীট খচিত অতীতের শত সহস্র সু-শুভ্র সু-প্রোজ্জল—

সু-মহান দৃশ্য জাগিয়ে দিচ্ছে। আর তার প্রভায় আমার নেত্র আলোকিত—চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠছে। নবাব, নবাব, বধ করুন—পিতা-পুত্রকে একসঙ্গে বধ করুন। ঐ গৌরবের অতীতে আমরাও চলে যাই, সু-উজ্জল ললাটে—বিপুল বিমল পুলকে।”

“হুঁ, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। আমি তো আর ঘাতক নই—আর এটাও বধ্যভূমি নয়। তোমরা রাজ-বিদ্রোহী। প্রকাশ্য রাজ-দরবারে বিচার করে তোমাদের প্রাণ দণ্ড দেব। আপাততঃ তোমরা আমার বন্দী। এই, কোন্ হ্যায়! না না, থাক্, আমার এ মন্দিরে সামান্য প্রহরী প্রবেশ করলে, তার পদ-স্পর্শে সব অপবিত্র হবে। না, থাক্, আমি নিজেই বন্দী করছি। তাই তো, শৃঙ্খল-ও যে আবার নাই, কি দিয়ে বন্দী করি? না, হয়েছে, এই যে কণ্ঠে আমার রয়েছে হীরক-হার! এই হারই আপাততঃ শৃঙ্খলের কার্য্য করুক। এই হার দিয়ে তোমার হাত আবদ্ধ করলুম। বল বিজয়সিংহ, তুমি আমার বন্দী?”

“বন্দী।”

“বন্দী?”

“বন্দী।”

“বন্দী?”

“বন্দী।”

“ব্যস্! একটা চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত হলুম। এবার বালক,

তোমায় কি দিয়ে বন্দী করি? আচ্ছা, তোমায় এই পুষ্প হারেই বন্দী করলুম। বন্দীত্ব স্বীকার কর, বালক!"

"স্বীকার করছি।"

"ঠিক?"

"ঠিক।"

"রাজপুতের শপথ-বাণী শত শৃঙ্খল অপেক্ষা সুদৃঢ়, এ বিশ্বাস আমার আছে, আর এ বিশ্বাস যেন থাকে বালক!"

"রাজপুত-বালা, বাংলার নবাব শত অভিবাদনে—শত সম্মান অভিভাষণে তোমার নিরঞ্জন-বাণী উচ্চারণ করছে। যাবার পূর্ব্বে শুনে যাও রাজপুত-বালা, তোমার অভিশাপ নবাব সরফরাজ শ্রদ্ধাভারাবনত অন্তরে—আভূমি-আনত শিরে আশীষ-পুষ্পের ন্যায় গ্রহণ করছে।* তবে তোমার পদে তার

* বাংলার প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে যখন জগৎশেঠের এই বালিকা বধূর রূপ-খ্যাতি নিনাদিত, তখন তরুণ নবীন নবাবের সে রূপদর্শন-পিপাসা প্রবল হয়ে ওঠে। জগৎশেঠের নিকট পিপাসা-নিবৃত্তির নিবেদনও করেন; কিন্তু জাত্যাভিমানী জগৎশেঠ সগর্ব্বে নবাবকে দূর হতে, কি মুকুর হতেও বধূকে দেখান নাই, বিফলতায় নবাব বলপূর্ব্বক বালিকা-বধূকে নিজালয়ে আনয়ন করেন। কিন্তু নবীন নবাব তাঁর আত্ম-সম্মানে কোনরূপ আঘাত করেন নাই।

ভবিষ্যতে এই বধূহরণের জন্য সরফরাজের ভাগ্যে মহা ঝঞ্ঝা সমুত্থিত হইলেও—তখন তাঁর কোন কু-উদ্দেশ্য থাকিলেও বাধা দানের কেহ ছিল না। আর অত্যাচার ইচ্ছা থাকিলে মুষ্টিগতা বালিকাকে সহমানে শেঠ-ভবনে প্রেরণ

এই প্রার্থনা, যেদিন তোমার অভিশাপ-বাণী সফল হবে, যেদিন সমরাঙ্গণে মহান্ গৌরবময় প্রহরণ-শয্যায় শয়ন করবো সেদিন সেদিন তুমি স্বর্গীয় দীপ্তিতে আমার শিরশীর্ষে সুধা-হাস্যে আবির্ভূতা হয়ো রাজপুত-বালা! অন্তিমে বাংলার নবাবের এই প্রার্থনাটুকু পূর্ণ করো সতীরাণী!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"এখানে আবার কোন্ প্রয়োজনে এসেছ, বালিকা?"

"এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন আপনার পিতা? পুত্র-বধূ আমি আপনার—শ্বশুরের আলয় পুণ্য দেবালয় আমার। সেবিকার দেবালয় প্রবেশের অধিকার সতত।"

"দেবালয়ে প্রবেশের অধিকার তার—যে শুদ্ধ—পূত পবিত্র। তুমি অপবিত্রা—তোমার আর দেবালয়ে প্রবেশের অধিকার নাই।"

"কিন্তু দেবতার নিকট শুদ্ধ অশুদ্ধ হয় হৃদয়ে। আমার হৃদয় পবিত্র—স্বচ্ছ—সুনির্ম্মল।"

"সমাজ—হৃদয় দেখে না।"

করিতেন না, এ কথা বহু ইতিহাসেই উল্লেখ দেখিয়াছি। আর সরফরাজ যে অতি উদার মহৎ ছিলেন—তাঁর অন্তর যে অতি কোমল সরল ছিল, ইতিহাস তাহার উল্লেখ মুক্ত লেখনীতে করিয়াছেন।

"কিন্তু সমাজ তো কাউকে রক্ষা করতে পারে না।"

"লম্পট মদ্যপ নবাবের গৃহাগতা রমণীর জন্য সব দ্বার চির-কাল রুদ্ধ হয়ে এসেছে! আজ আমার পুত্রবধূ বলে তার ব্যতিক্রম সমাজ করবে না। যাও বালিকা, বৃথা মায়াশ্রু বর্ষণ—সংবৃত করুণ বচন।"

"আমি স্বেচ্ছায় নবাব-প্রাসাদে যাই নাই।"

"স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সে বিচার সমাজ করবে না। বুভুক্ষিত ব্যক্তি জঠর-জ্বালায় কিম্বা মুমূর্ষু স্ত্রী-কন্যার জীবন-রক্ষায় পরস্বাপহরণ করলেও রাজদণ্ড হতে অব্যাহতি পায় না।"

"অন্তঃপুরবদ্ধা—অসূর্য্যম্পশ্যা বালিকা আমি, সমাজের বিধি-বিধান—শাসন-অনুশাসন জানি না—জানতেও চাই না। রমণী-জীবনের একমাত্র দেবতা স্বামী—সেই জাগ্রত দেবতা স্বামী আমার সম্মুখে—আবার সেই দেবতার দেবতা আপনিও দণ্ডায়মান। আমি আপনাদের উত্তর শুনতে চাই। আপনাদের নির্দ্দেশিত পথ বুঝতে চাই—আপনাদের আদেশ জানতে চাই। বলুন স্বামী, বলুন পিতা, মুক্ত উচ্চভাবে বলুন, আশ্রয় পাব কি না?"

"না, পাবে না।"

"কিন্তু আমি নিরপরাধিনী।"

"তবুও আশ্রয় পাবে না।"

"নবাব আমার কেশ-মুণ্ডও স্পর্শ করে নাই।"

"তথাপিও আশ্রয় পাবে না।"

"আমার শিবিকার বাহক হিন্দু ছিল। একটী যবনও আমায় বসনাঞ্চল স্পর্শ করে নাই।"

"তথাপিও আশ্রয় পাবে না।"

"বাঃ, উত্তম উত্তর। অবলাকে রক্ষা করবার শক্তি নাই, কিন্তু অবলার প্রতি তিরস্কারের—অত্যাচারের শক্তির তো অল্পতা কিছুমাত্র দেখ্‌ছি না। পুরুষ বলে পরিচয় দেবার ক্ষমতা নাই—অথচ নারী-সম্মুখে পুরুষ-সিংহের মত হু হুঙ্কার গর্জ্জনেরও তো বিরাম নাই! যবন-প্রাসাদে পদস্পর্শে যদি অঙ্গ আমার অশুদ্ধ অশুচি হয়ে থাকে—তাহলে তোমার প্রাসাদও অপবিত্র—তাহলে যবন-পদ-লেহনে তোমারও তো দেহ মন প্রাণ অশুচি হয়েছে। তাহলে এই প্রাসাদ অগ্নি-প্রজ্বলনে শুচি করে নাও—তাহলে ঐ হৃৎপিণ্ড উৎপাটনে সুরধুনী-গর্ভে নিক্ষেপ কর—তাহলে অন্তঃপুরশ্চারিণীদের চিতানলে সমর্পণ কর—তবে এ বাণী, এ উক্তি, এ উত্তর করো এক নিরপরাধিনী অবলা দুর্ব্বলা বালিকার প্রতি।

"প্রগল্‌ভা বালিকা, এই মুহূর্ত্তে সম্মুখ হতে দূর হও-নতুবা বল প্রয়োগে বিতাড়িত করতে বাধ্য হবো।"

"বাঃ, বাঃ, সুন্দর বীর উক্তি। নবাব তোমার প্রাসাদ হতে—তোমার শত সহস্র রক্ষীর আবেষ্টনী হতে—লক্ষ লক্ষ জাগ্রত নেত্রের সম্মুখ দিয়ে আমায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল—রক্ষা করতে পারলে না; নবাবের শির—ক্রোধ-উদগীরণে ভষ্ম করতে পারলে না—নবাবের তপ্ত-রুধির-সিক্ত হৃদপিণ্ড উৎপাটনে

বধূহরণের শাস্তি দিতে পারলে না, আর এক বালিকাকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করতে পিতা পুত্রে দাঁড়িয়েছ গর্ব্বোন্নত মস্তকে! বাঃ, সুন্দর তোমাদের পৌরষত্ব—সার্থক তোমাদের বীরত্ব।

পশু পক্ষীও স্বীয় নারী-রক্ষায় দেহপণে বীরত্বের আস্ফালন করে, আর তোমরা—না, গুরুজন, অধিক আর কি বলবো—আর কেই বা শুনবে! পরপদলেহী হিন্দুর আজ আর আমার কথা শোনবার সময় নাই—বোঝবার বিবেক নাই। থাক্‌লে—যে ক্রোধ আজ আমার উপর বর্ষিত—সেই ক্রোধ নবাবের উপর পতিত হয়ে নবাবের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করতো।

তবে চল্লুম পিতা—তবে যাবার পূর্ব্বে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বীরাবতার শ্বশ্রু ঠাকুর! আজ থেকে আমি নিজেকে বিধবা না সধবা জ্ঞান করবো?"

"তুমি বিধবা।"

"তোমার উত্তর—স্বামী?"

"তুমি বিধবা।"

"শোন, শোন সমীরণ! নিসাড়-অঙ্গে শোন এ অশনি-ধ্বনি—সতীর সম্মুখে পতির আদেশ—আমি বিধবা! শোন শোন সতীসীমন্তিনী, হর-হৃদি-বিহারিণী, শোন আমার স্বামীর আদেশবাণী! শোন শোন; কে কোথায় আছ সতী নারী! যুগে যুগে যে বাণী কখনও শোন নাই—শোন আজ সেই সে হীনবাণী। উত্তম, এই যদি স্বামীর বিধান—মাথা পেতে

এ বিধান গ্রহণ করলুম। তা'র স্বামী; তোমারই সকাশে তোমার ঐ উন্মীলিত জ্যোতি-প্লাবিত নেত্রের সম্মুখে রমণীর সতীত্বের দীপ্ত নিদর্শন সীমন্তের এই রক্ত-সিন্দুর-রেখা স্ব-করে মুছে ফেললুম। চূর করলুম শঙ্খের বলয়।

উর, উর গো মা সতীরাণী হৃদয়ে আমার! তোমায় হৃদয়ে স্থাপনা করে অভিশাপ দিচ্ছি; শেঠজী, যে ধনগর্ব্বে গর্ব্বান্ধ হয়ে—যে জাত্যাভিমানে আজ এক অসহায়া নিরপরাধা বালিকাকে সংসার-কণ্টক-পথে নিপাতিত করলে—এক দিন তোমার এই গর্ব্ব—ঐ হেম-হর্ম্ম্য পাঠান পদাঘাতে চূর্ণিত হবে। যে দেব করুণায় অরণ্য-মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে এই কুবেরের ঐশ্বর্য্য পেয়েছিলে,* আজ সতীর অপমাননায়—সতী-নিগ্রহে—

---

* শেঠগণের আদি নিবাস যোধপুরের অন্তর্গত নাগর প্রদেশে। তাঁহারা পূর্ব্বে শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—পরে বৈষ্ণব হয়েন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হীরানন্দ ভাগ্য অন্বেষণে পাটনায় উপনীত হয়েন। কিন্তু ভাগ্য-নিষ্পেষণে—অভাব-তাড়নে মৃত্যু ইচ্ছায় ঘোর গহনে প্রবেশোদ্যত হন। সেই অরণ্য উপান্তে এক মরণোন্মুখ বৃদ্ধ অন্তিম সময়াগত হীরানন্দকে দৃষ্টে হীরানন্দকে বিপুল বৈভবের সন্ধান বলেন। হীরানন্দ অতুল ঐশ্বর্য্য লাভে ভারতের সপ্ত স্থানে তাঁহার সপ্ত পুত্রকে গদীয়ান করেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মানিকচাঁদ হইতেই জগৎশেঠদিগের উৎপত্তি। মাণিকচাঁদ অপুত্র থাকায় তাঁর আত্মীয় অথবা পোষ্যপুত্র আমাদের গ্রন্থোল্লিখিত এই ফতেচাঁদ গদীয়ান হন এবং এই ফতেচাঁদই সর্ব্ব-প্রথম দিল্লীদরবার হইতে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন, শুধু তাই নয়, সম্রাট বহু রতন ভূষণে ভূষিত এবং জগৎশেঠ নামাঙ্কিত মোহর শিরোপা প্রদান করেন।

দেব-ক্রোধে অচিরে সে সব বিনষ্ট হবে। যদি সতী হই আমি—তবে আমার অভিশাপ ব্যর্থ হবে না। যেদিন আমার অভিশাপ মূর্ত্তি-পরিগ্রহে দেখা দেবে, সেদিন বুঝবে—সেদিন জানবে আমি সতী ছিলুম কি না? সেদিন বুঝবে—সতীর নয়নাশ্রু যুগাবর্ত্তনের ন্যায় মানব-ভাগ্যের আবর্ত্তনে সক্ষম কি না।

চল্লুম, চল্লুম—প্রতিহিংসার দানবী মূর্ত্তিতে; চল্লুম—প্রতিশোধ মূলমন্ত্র জপে; চল্লুম—থিয়া—তাথৈ নৃত্য-অধীরে। পুরুষ তোমরা—সক্ষম সবল তোমরা—তোমরা ক্রোধানলে এক তুহিন-কোমলা বালিকার ইহজীবন পরজীবন—শত জীবনের সব সাধ আহ্লাদ—সব সাধনা কামনা প্রার্থনা বিফল নিস্ফল করে হাহাকারে তার হৃদয় পূর্ণ করে দিলে, কিন্তু নবাবের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারলে না—নেবার চেষ্টাও করলে না। কিন্তু আমি প্রতিশোধ নেব। করালিনীর করাল করবাল ধারণে উন্মাদিনী রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে নবাবের ভাগ্য শতধা চূর্ণ করে দেব। অভিশাপের ক্রুদ্ধ অনল-তাপে তার ধন, জন, দম্ভ, দর্প, রাজ্য সম্পদ সিংহাসন ভস্মস্তূপে পরিণত করবো।

বহ, বহ শোণিত-প্রবাহ, বহ দ্রুত—বহ অনল তাপে তাপিত হয়ে। জল্, জল্ রে আগুন মহা শিখায়—ধ্বংস আভায়। মাত, মাত শিরা উপশিরা—মাত দীপ্ত ক্ষিপ্রতায়—অনল লীলায়।

এস, এস চামুণ্ডার সহচারিণী শোণিত-পায়িনী পিশাচিনী-বৃন্দা! এস, আমায় আবেষ্টনে উল্লাসে কর নৃত্য—শক্তি আরোপণে কর আমায় তোমাদেরই ন্যায় পিশাচিনী।

দে মা, দে মা মহাস্ত্রধারিণী—মহতী শক্তিশালিনী—মহাদৈত্য নাশিনী—রুধিরবদনা—ভীষণ-দশনা করালিনী, দে তোর শক্তি-কণা—কাতরা কন্যাকে ভিক্ষা দে জননী!

অম্বার ন্যায় এ মহাব্রতে স্থির দৃঢ়তায় এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে—তবে, তবে স্বকরে চিতা সাজিয়ে—স্বহস্তে চিতায় অগ্নি প্রদানে—সহর্ষে সেই চিতানলে এ প্রতিহিংসানল-প্রতাপিত দেহের অবসান করবো।

ব্যর্থ যদি হয় সতীর এ প্রতিজ্ঞাবাণী—তাহলে বুঝবো মা সতী-সিমন্তিনী, নহ তুমি সতী-রাণী—নহ তুমি দক্ষ-নন্দিনী—নহ তুমি সতীশক্তি-বর্দ্ধিনী—নহ, নহ তুমি পতি অনুরাগিনী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"বন্দী, বিজয়সিংহ?"

"জাঁহাপনা!"

"তুমি প্রভুহত্যার উদ্দেশ্যে উত্তোলিত বন্দুক ধারণে দাঁড়িয়েছিলে—তুমি প্রভুদ্রোহী। তুমি রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কার্য্য করেছিলে—তুমি রাজদ্রোহী! এ বিষয়ে তোমার কোন কিছু বলবার আছে?"

"কিছু মাত্র না। তবে প্রার্থনার আছে।"

"বল, কি প্রার্থনা তোমার?"

"আপনার কাছে কোন প্রার্থনা নাই, নবাব!"

"তবে কার কাছে প্রার্থনা আছে?"

"ঈশ্বরের কাছে।"

"কি প্রার্থনা?"

"প্রার্থনা, যেন জন্ম জন্ম এমনি ধারা অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে মরতে পাই।"

"প্রভুদ্রোহীতা রাজদ্রোহীতা কি তোমার বিধানে অপরাধ নয়?"

"এর তুল্য অন্য আর কোন গুরু অপরাধ আছে, তা' এ প্রভু-ভক্ত ভৃত্য অনবগত, নবাব—"

"তবে স্বীকার করছো তুমি অপরাধী?"

"না।"

"কেন?"

"ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার নিকট অপরাধী হলেও লোকের কাছে, দেবতার নিকট, ধর্ম্মের বিচারে আমি নিরপ-রাধী। কোটী কোটী নরনারীর ভাগ্য-দেবতা আপনি—বিচারকর্ত্তা আপনি—রক্ষক পালক আপনি...আমি আত্মপ্রাণ, পরপ্রাণ তচ্ছে, মানবধর্ম্মে এক অসহায়া সতীর মর্য্যাদা রক্ষায়

ভৃত্য-ধর্ম্মে প্রভুর ললাট যশোজ্জল রক্ষাকরণে অস্ত্রধারণ করেছি মাত্র। তাই আবার বল্‌ছি—আমি নিরপরাধ।"

"বন্দী, এখনও অপরাধ তোমার স্বীকার কর—সহমানে তোমায় মুক্ত করে দেব।"

"আমি মুক্তি চাই না।"

"তোমায় মহৈশ্বর্য্য প্রদান করবো।"

"হিন্দু, ঐশ্বর্য্যের প্রত্যাশায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না।"

"তোমায় রাজ্যের প্রধানোত্তম সেনাপতির পদ প্রদান করবো—কেবল মাত্র একবার তোমার অপরাধ স্বীকার কর—আর কিছু নয়।"

"নবাব, বিবেক-বিরুদ্ধে অপরাধ স্বীকার করে দীনতায়, হীনতায়, অনুকম্পায় আমি কোন কিছুরই প্রত্যাশী নই।"

"তোমার ন্যায় এমন দুর্দ্দমনীয় অপরাধী আমি আর জীবনে দেখি নাই—কখন কোথাও শুনি নাই। তোমার অপরাধের বিরাটত্বের তুলনায় গুরুত্বময় শাস্তি আমি কল্পনায় আন্‌তে পারছি না। বল দেখি উজীর, কোন্ কঠোরতম দণ্ড যোগ্য এই মহা অপরাধীর?"

"নির্ব্বাসনই এই অপরাধীর যোগ্য দণ্ড, জাঁহাপনা!"

"পারলে না উজীর, পারলে না। বৃদ্ধ হয়েও তুমি পারলে না। তুমি পার দেওয়ান?

"মেহেরবান, নির্ব্বাসনে পরোক্ষে অলক্ষ্যে এই দুরাচার অপরাধী, সাহান-সার গ্লানি ও নিন্দা প্রচার করতে—অনিষ্ট

সাধন করতে পারে। তদপেক্ষা একে আজীবন কারাগারে বদ্ধ রাখাই যুক্তিসিদ্ধ বলে এ বান্দার অনুমতি হয় জনাব!"

"পারলে না, হিন্দু হয়ে তুমিও পারলে না দেওয়ান! আচ্ছা, প্রধান সেনাপতি ওমর-আলি, তুমি পার?"

"দেওয়ানজীর যুক্তি অতি সুন্দর হলেও—তাতে বিপদা-শঙ্কাও আছে। কখন কোন সূত্রে বন্দী কারাগার হতে পলায়নে জাঁহাপনার বিরুদ্ধে ইন্ধন সংগ্রহে অনল জ্বালাবে, তার কোন স্থিরতা নাই! তার চেয়ে বন্দীকে কোতল করাই সর্ব্বতোভাবে সমীচীন।"

"হা—হা—হা, কেউ পারলে না। অজ্ঞ অপদার্থ সব। তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকেই দণ্ড-নির্ব্বাচন করতে হলো। গুরুতর দণ্ডে অপরাধীকে দণ্ডিত করবো। তখন যেন কেউ হা-হুতাশ করো না। আমার দণ্ড-বাণী উচ্চারণে কারও নয়নে বদনে বিষাদ বা বিরক্তির ভাব উদ্দীপিত যেন না হয়। তখন যার মুখমণ্ডলে ঘৃণা বা অসন্তোষ, বিরক্তি বা ক্রোধের কণা মাত্র সূচিত দেখবো—তাকেই দণ্ডিত করবো—এ কথা স্মরণ রেখো দর্পিত গর্ব্বিতগণ; এই, কে আছিস? বন্দীকে মুক্ত কর।"

নবাব-আজ্ঞায় সন্নিকটবর্ত্তী জনৈক রক্ষী, তার মাথাটা ভূ-নত করতঃ, বন্দী বিজয়সিংহের প্রতি ত্বরিতপদে অগ্রসর হইল। তদ্দর্শনে সিংহাসন-সোপানে সজোর পদাঘাতে—সরোষে নবাব বলিলেন,—

"সাবধান কম্‌বক্ত ! মৃত্যু ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহলে ঐ বন্দীকে কুর্ণিশ কর্—যেমনভাবে আমায় করিস। দেখতে পাচ্ছিস না, বন্দীর ঐ যুক্তকরে কি ঝুলছে ? যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের ছায়ামাত্র মহাভাগ্যবানও স্পর্শ করতে পারে না—যার পরিচ্ছদের পৃষ্ঠবস্ত্রের প্রান্তভাগ স্পর্শেও মানব—জীবন সফল জ্ঞান করে, যার দর্শনে নৃপতিগণ নিজেকে ধন্য, বরেণ্য জ্ঞান করে. সেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের মহামূল্য কণ্ঠহারে—বিনিময়ে যার বিশাল রাজ্য ক্রীত হতে পরে—উজ্জ্বলতায় যার শত চন্দ্র কিরণ বিচ্ছুরিত—সেই কণ্ঠহার ঐ বন্দীর করদ্বয়ে দোদুল্যমান ; আর তুই ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র গোলাম হয়ে সেই নবাব-কণ্ঠহার স্পর্শে একটু ইতস্তত:—একটু শঙ্কিত—একটুও চিন্তিত না হয়ে অগ্রসর হলি ! বেতমিজ, গিধ্বোড়, তোকে কোতল করবো। না, তোরই বা অপরাধ কি ? আমার সব কর্ম্মচারীই এমনি অন্ধ। নবাবের অন্যায় আদেশ সকলেই এমনি অন্ধের ন্যায় পালন করে। প্রতিরোধ করবার—আদেশের গুরুত্ব চিন্তা করবার কারও সাহস শক্তি বা মনুষ্যত্ব নাই। যা উল্লুক, সরে যা ! আমি নিজে বন্দীকে মুক্ত করে দিচ্ছি।"

সত্যই নবাব সিংহাসন ত্যাগে বিজয়সিংহের কর হইতে কণ্ঠহার উন্মোচনে বলিলেন,—

"অপরাধী, এ মুক্তাহার করের জন্য রচিত নয়—কণ্ঠের জন্য নির্ম্মিত। নিজের কণ্ঠে মাল্য-শোভা সন্দর্শনের অসুবিধা

হয়। এস, তোমার কণ্ঠে পরিয়ে দিই এই মুক্তামালা—দেখি, কোন শোভায় হেসে ওঠে এ কণ্ঠহার।

সত্যই নবাব সেই মহার্ঘ্য মাল্য অপরাধী বিজয়সিংহের কণ্ঠে স্ব-করে পরাইয়া দিলেন। দরবার চমকিত—বন্দী বিস্মিত!

"বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে। বীরের কণ্ঠে, মানুষের অঙ্গস্পর্শে, কণ্ঠহার শত-শোভায় আলোক-আভায় নেচে উঠেছে, হেসে উঠেছে। বাঃ, চমৎকার!

বন্দী বিজয়সিংহ, এই সিংহাসন-বেষ্টনে চতুর্দ্দিকে শত দানব—শত বদন-ব্যাদানে তাণ্ডব নর্ত্তনে ছুটে আসছে—আমার বক্ষ-রুধির পানে। এমন কেউ শক্তিমান্—বীর্য্যবান্ আমার হিতাকাঙ্ক্ষী মানব নাই যে, আত্ম-প্রাণ তুচ্ছে কর্ত্তব্যের বিজয়-দুন্দুভিনাদে রক্ষা করে এ আসন—নবাব-জীবন। তাই হতভাগ্য সরফরাজ আকুল সাধনায়—ব্যাকুল প্রার্থনায় বিধাতার নিকট মানুষ চেয়েছিল—তাই সদয় ধাতা আজ তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ তোমায় আশীষ-পুষ্পের মত—আমার শিরোভূষণের মত অর্পণ করেছেন। হে মহৎ মহান্ মানব, আজ থেকে তুমি বাংলার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি! তবে তুমি মুক্ত নও - বন্দী। শৃঙ্খলাবদ্ধ না হয়েও তুমি প্রতিশ্রুত আছ আমার বন্দী থাকবে। এস, আমার এই ভ্রাতৃ-প্রেমাভিষিক্ত প্রীতি-বাহুডোরে বন্দীত্ব স্বীকার কর ভাই?"

"এ আবার কোন কুহক—কোন কৌতুক-লীলা বঙ্গেশ্বর?"

"কেন, নবাব বাদ্‌শার নামান্তর কি সয়তান? নবাব বাদ্‌শা কি কেবল মানবজীবন নিয়ে কৌতুক করতে—পাশ নিয়ে খেলা করতেই জন্মেছে? তাদের হৃদয়ে কি মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব কিছুই থাকে না? তোমার ন্যায় মহিমার সাগর মহত্ত্বের লহরীধারা যে রাজ্যে প্রবাহিত, সে রাজ্যের অধীশ্বর কি হেয় হীন হতে পারে! ভেবেছো কি আমি পশু? না বন্ধু, না— এ ভ্রান্তি ভেঙ্গে ফেল। সেই বালিকার—সেই শেঠ-দুহিতার মহা-রূপ-লাবণ্যের নিত্য নব প্রশংসাধ্বনিতে হৃদয় আমার মহা কৌতূহলে তরঙ্গায়িত হয়। তাই শুধু একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য সে রূপ দর্শনেচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। তাই নিরুপায়ে সেই মর্ত্ত্য-বাঞ্ছিতা দেবী প্রতিমাকে প্রতিমারই ন্যায় আমার প্রাসাদে আনয়ন করি। দেখলুম, সত্যই সে রূপ মানবীতে সম্ভব নয়। তাই দেবীজ্ঞানে সেই বালিকাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে—তাঁর চরণতলে দাঁড়িয়ে—তাঁর আদেশ পালনে জীবন ধন্য—সিংহাসন অক্ষুণ্ণ করবার বাসনা হয়েছিল। জননী-জ্ঞানে তাই সেই স্বর্গসমুদ্ভূতা রাজপুত-বালার অলক্তক-বিশোভিত পদে পুষ্প-গুচ্ছ অর্পণ করেছিলুম—সতীজ্ঞানে তাঁর পদধূলি শিরে নিতে উদ্যত হয়েছিলুম। আর তুমি—তোমার মধ্যে দেবত্বের বিস্ফুরণ দর্শনে তোমায় আবদ্ধ করেছিলুম কণ্ঠহারে। তোমার এই স্বর্গীয় দেব-মূর্ত্তি মানবগোচরীভূত করতে—তোমার আত্মোৎসর্গের এই জ্বলন্ত জীবন্ত কাহিনী শোনাতে দরবারে এনেছিলুম। নতুবা কখনও—কোনদিন কোথাও—শুনেছ কি—

নবাব কোনও বন্দীকে নিজ করে—শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে কোটী স্বর্ণমুদ্রায় ক্রীত কণ্ঠহারে বন্দী করেছে? এইবার আমায় মানুষ ভাব—এইবার আমায় বিশ্বাস কর। সত্য বলছি, এ আমার কৌতুক কথা নয়, এ আমার আজান ধ্বনি--মর্ম্মের বাণী।"

"তবে, হে নন্দিত বন্দিত মানব—হে পূজিত ঈপ্সিত রাজা, আজ থেকে বিজয়সিংহের বুদ্ধি বীর্য্য শক্তি সামর্থ্য তোমার চরণতলে বিক্রীত হলো।

"তবে এস আমার বাহুপাশে।"

স্তব্ধ বিস্ময়ে দরবার অবাকে অপলকে হিন্দু-মুসলমানে—রাজায় প্রজায় সে পূত আলিঙ্গন-দৃশ্য দর্শন করিল।

আলিঙ্গন শেষে নবাব ডাকিলেন—

"এইবার বালক-বন্দী, এইবার তোমার বিচার। রাজপুত বালক?"

"আদেশ করুন নবাব।"

"পুষ্প-করে পুষ্প-মালা ঝুলিয়ে ভেবেছ কি, শাস্তি হতে অব্যাহতি পাবে? না, তা পাবে না, তা মনেও করো না। তোমার পিতাকে মুক্ত করেছি বলে তোমায় করবো না। তুমি ক্ষুদ্র করে ক্ষুদ্র অস্ত্র উত্তোলনে আমায় তখন বড় শাসিত করেছিলে। এখন তার শাস্তি গ্রহণ কর।"

"শাস্তি গ্রহণে আমি প্রস্তুত নবাব।"

"উত্তম, তবে এস অমিয়-গঠিত বালক—এস আমার স্নেহ আকুলিত বক্ষে! তবে এস দেবশিশু—আমার ক্রোড়ে! তবে

বোস স্বর্গচ্যুত পরাগ আমার পাশে! বোস, সারল্যের শত শোভার হিল্লোল ছুটিয়ে—করুণার কল্লোল প্রবাহ বইয়ে। তোমার অ-পাপ অঙ্গস্পর্শে পূত হোক বঙ্গ-সিংহাসন—শুদ্ধ হোক রাজার জীবন। আদর্শে তোমার শত বালক—মহত্ত্বে জেগে উঠুক।”

সত্যই বালককে ক্রোড়ে গ্রহণে নবাব সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলের নয়নে বদনে বিরক্তি ও ক্রোধভাব স্ফুরিত হইয়া উঠিল। সে পরিবর্ত্তন নবাব-দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তথাপি নবাব আবার গুরুগম্ভীর উচ্চনাদে বলিলেন,—

“বালক, যেমন তুমি তোমার পিতার কর্ম্মে সহকারী ছিলে, তেমনি আজও এই মহা কঠোর কর্ত্তব্যময় তোমার সেনাপতি পিতার সহকারী হও। আমি তোমাকেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সহকারী সেনাপতি পদে আজ সগর্ব্বে বরণ করলুম।”

ক্রুদ্ধভাব দমনে প্রধান সচীব বলিয়া উঠিলেন,—

“এক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে”—

“এই পদ প্রদান করা অন্যায়, কেমন? তোমার ওষ্ঠ দ্বিধাবিভক্ত হবার পূর্ব্বেই তোমার কথা বুঝেছি উজীর। কিন্তু দুঃখের বিষয় উজীর, মাংস পোষ্য যুবকের মধ্যে যে বীর্য্যবত্তা যে তেজস্বিতা, যে মনীষা দেখি নাই, কল্পনা করি নাই, সে মানব-প্রার্থিত—শত সাধনা-ঈপ্সিত দেবত্ব-মহত্ত্ব-নরত্ব এই দুগ্ধপোষ্যের ক্ষুদ্র দেহাধারে আবদ্ধ দেখছি।”

এই এত বড় সুবিশাল বাংলাদেশে একটাও মানুষ দেখ্‌তে না পেয়ে খোদার ওপর বড় অভিমান হয়েছিল। কেবল পশু-পালন, জন্তু-শাসনে—রাজাসনে বড় ধিক্কার জন্মেছিল। তাই বিধাতা নিজের রূপের আলেখ্যে—নিজের হৃদয়ের ছাঁচে পিতা পুত্রকে নির্ম্মিত করে আমায় আশীষ করেছেন। এ দেবতার দান—ত্যাগ করবো না সচীব। এতে যার অসন্তোষ, সেই অকৃতদার ব্যক্তি আমার দরবার ত্যাগ করতে পারেন। সেরূপ ঈর্ষান্বিত নির্গুণ হিংসুক ব্যক্তিপূর্ণ দরবার অপেক্ষা আমার শূন্য দরবারই ভাল।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

“অপমান! অপমান! অপমানের অনল-তীব্রতায় শোণিত আমার উত্তাপিত বিশুষ্ক হয়ে উঠেছে। মৃত্যুসম এ অপমান বহন করে জীবন চাই না। আমি চাই—হয় নবাব-রক্তে এ অপমান-অনল নির্ব্বাণ—না হয় জীবন বিসর্জ্জন।”

“সত্য বটে এ অপমান অতি তীব্রতায় শেঠ্‌জীর হৃদয়ে আঘাত করেছে। কিন্তু বঙ্গ-কুবের, এ অপমানকারী অবল নয়—সবল; দুর্ব্বল নয়—প্রবল; হেয় হীন নয়—লোকমান্য, বঙ্গ বরেণ্য। লক্ষ লক্ষ সুশানিত কৃপাণ নবাব-আজ্ঞায় সদা উন্মুক্ত। তাই বলি, আপনার প্রতিশোধের পথ অতি দুর্গম।”

"ছিঃ, ছিঃ রাজা উমিচাঁদ। আজ প্রবল বলে নবাবের এই যথেচ্ছাচার—এই অত্যাচার—মেষশাবকের মত হিন্দু যদি নির্ব্বাকে নীরবে সহ্য করে—তবে এই আদর্শে নবাবের স্বধর্ম্মী শত কর্ম্মচারীর সহস্র কর—হিন্দু-নারীর প্রতি অত্যাচারে প্রসারিত হবে। হিন্দুর গর্ব্ব মান-অভিমান নবাব-কর্ম্মচারীর পদচাপে ধূলির সঙ্গে মিশে যাবে। তাই বলি, এ অত্যাচার নীরবে কখনই বহন করবো না—এতে যায় যাক্, এ হেয় প্রাণ।"

"কিন্তু উপায় ?"

"উপায় ঠিক করেছি উমিচাঁদ। নবাবের সৈন্যদলকে—সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে অতুল অর্থ প্রদানে বশীভূত করেছি। নবাব সরফরাজের ছিন্নশির অচিরে বঙ্গমৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হবে। অচিরে জগৎ বিপুল বিস্ময়োচ্ছ্বাসে দেখ্‌বে—সরফরাজের পতন আর পাটনাপতি আলিবর্দ্দীর উত্থান।"

"আলিবর্দ্দীর উত্থান!"

"হাঁ, আলিবর্দ্দীর উত্থান—উজ্জ্বল জীবন-প্রভাত। আলিবর্দ্দীকে তাঁর সৈন্যসহ বঙ্গ আগমনের আমার নিমন্ত্রণপত্র বহণ করবার জন্য কেবলমাত্র একজন বাক্‌পটু অথচ পদস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন।"

"হীনবল আলিবর্দ্দী এসে কি করবে ?"

"অর্থে অসম্ভবও সম্ভব হয়। হীনবল, আমার অর্থ সাহায্যে মহাবলশালী হবে—তার আর বিচিত্রতা কি রাজা ? বাংলার সিংহাসনের লোভ ক্ষুদ্র আলিবর্দ্দী কখনই দমন করতে পারবে

না। অর্থ-বিনিময়ে রোহিলা, নিজামী ও মারহাট্টা সৈন্য সংগ্রহে সে বিপুল-বাহিনী গঠনে রক্ত-রণ-সজ্জায় বীরবেশভূষায় নিশ্চয়ই আসবে। আলিবর্দ্দীর বাহুবল আর আমার অর্থবল -এই দুই মহতী শক্তি সম্মিলনেও কি পাপিষ্ঠের পতন হবে না রাজা?"

"পতন হবে—কিন্তু অত্যাচারের অবসান হবে কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ।"

"এ সন্দেহের কারণ?"

"কারণ, আলিবর্দ্দী আসবে শিষ্ট শান্ত চিত্তে—আনত নেত্রে—প্রণত শিরে। কিন্তু কাল যখন শিরে তার বাংলার বিশ্ব বিস্ময়কর, শোভা-সৌন্দর্য্যময়, মহার্ঘ্য-রত্নময়, মণিরাশি-প্রভা-প্রভাসিত রাজ-মুকুট শোভিত হবে—যখন সে জগৎ-পূজ্য ইন্দ্রাসন-সমতুল্য বঙ্গ-সিংহাসনে উপবেশন করবে—যখন কোটী কোটী শির নত হবে পদতলে তার—তখন সে তার জাতীয় স্বভাবে অত্যাচার-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হবে; কঠোর প্রকৃতি পালিত আলিবর্দ্দীর হৃদয়ে করুণা-স্নেহ-প্রেম-প্রীতির সঞ্চার হতে পারে না শেঠজী।"

"কিন্তু আজ যদি হিন্দু-ললনার প্রতি অত্যাচারে, পাপাচারী নবাবের শোচনীয় পরিণাম ঘটে—আজ যদি হিন্দুর অনুকম্পায় অনুগ্রহে আলিবর্দ্দী সিংহাসন পায়—তাহলে সরফরাজের পরিণাম দর্শনে—স্মৃতি-স্মরণে—ইচ্ছাসত্ত্বেও করদ্বয় তার হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে প্রসারিত হবে না। আলিবর্দ্দী যদি

বোঝে—রাজার উত্থান-পতন—জীবন-মরণ—হিন্দুর কর-মধ্যে আবদ্ধ, তাহলে আর কোন নবাব হিন্দুকে পদদলনে সাহসী হবে না। আজ যদি নবাবের এই অসহনীয় অবাধ অত্যাচার পদ-দলিত কীটের ন্যায় সহ্য করি—তাহলে ভবিষ্যতে এদের অত্যাচার সহস্র শাখায়—করাল জিহ্বায় প্রসারিত হয়ে পড়বে। সে অত্যাচারে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আর্ত্ত—ব্যথিত—নিষ্পেষিত - প্রপীড়িত হয়ে উঠবে। তাই বলি, এ অত্যাচারের—এ অপমানের অতি কঠোরতম প্রতিশোধ নিতেই হবে রাজা। এই আমার লক্ষ্য—এই আমার পণ—এই আমার কর্ম্ম—এই আমার ধর্ম্ম। কেবল আপনাদের সহায়তা সহানুভূতি পেলেই আমার উদ্দেশ্য অচিরে সফল হবে। তাই আমি যুক্তকরে আজ আপনাদের মন্ত্রণা-আশায়—প্রীতি-প্রার্থনায় আহ্বান করেছি।"

"আমরা বক্ষ-শোণিত অর্পণে আপনার সাহায্যে প্রস্তুত!"

"উত্তম, তবে আর কারে ভয়? একমাত্র শঙ্কা ছিল নবাবের অমিততেজা, মহা রণ-নিপুণ বিচক্ষণ প্রধান সেনাপতি ওমরআলি খাঁকে। সে শঙ্কাও আজ দূরীভূত—পাঠান সেনাপতিও আমার সহায়তায় সম্মত।

"না শেঠজী, আজ আর আমি সেনাপতি নই—আজ আমি পথের ভিক্ষুক।"

বাক্যসহ কর্ম্মচ্যুত নবাব-সেনাপতি ওমরআলি, শেঠজীর নৈশ-মন্ত্রণাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। বিস্ময়-চমক-চকিত-নেত্রে—বিস্ময়-সূচক স্বরে শেঠজী বলিলেন,—

"একি অমঙ্গলময় বাণী-নিনাদ কণ্ঠে তোমার বীর! এ কি বিষাদভাব-তরঙ্গ তোমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত সেনাপতি?"

"হাঁ শেঠজী, সত্যই আজ এক মহা পরিবর্ত্তনে আমার ভাগ্য ডুবে গেছে আঁধারে। আমি কর্ম্মচ্যুত।"

"সে কি! কোন অপরাধে?"

"বিনা অপরাধে।"

"আপনার ন্যায় মহা-যোদ্ধার মহা গৌরবময় পদে আবার কোন মহাবীর সমাসীন হলেন?"

"আমাপেক্ষা কোনো যোগ্য ব্যক্তি যদি আমার পদাসীন হতেন, তাতে আমার হৃদয় এতটা ক্ষত-বিক্ষত হতো না।"

"কে সেই ব্যক্তি, সহসা নবাব অনুগ্রহলাভে—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রণম্য পদে বরিত হলো?"

"সে একজন নবাব-দেহরক্ষী, নাম তার বিজয়সিংহ।"

"আপনার সহসা পদচ্যুতির কারণ?"

"কারণ—নবাবের খেয়াল।"

"এ খেয়ালের অচিরেই অবসান হবে সেনাপতি। পদ চ্যুতির জন্য দুঃখিত হবেননা বীর। আমি শপথ করছি—আলিবর্দ্দীকে অনুরোধ করে আপনাকে প্রধান সেনাপতি করবো। আপনি আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আমার পত্রসহ আলিবর্দ্দী-সকাশে যাত্রা করুন। পত্রে আমি লিখে দিচ্ছি—যেন আপনাকেই প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করে আলিবর্দ্দী বিপুল বিশাল বাহিনীসহ বঙ্গে আগমন করেন।

স্থির জান্‌বে বীর—সরফরাজের জীবন-যবনিকার পতন আর আলিবর্দ্দীর জীবনের আলোকোজ্জ্বল পটোত্তলন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"আমি রাজপুত-বালা।"

"তা বুঝেছি। কিন্তু কোন মহা ভাগ্যবানের পুষ্পোদ্যানে—স্বর্গের পারিজাতের ন্যায় বিকশিত হয়েছিলে, বালিকা?"

"বলবো না।"

"পূর্ণ প্রস্ফুট-পুষ্প তুমি—একাকিনী এই সুরধুনী-তীরে কেন, বালা? বুঝি সলিল-রূপিণী জননীর ক্রোড়ে বিরাম লাভাশায়?"

"হাঁ।"

"কোন আর্ত্ত-ব্যথায়—কোন কাতর বেদনায়—কোন করুণ যাতনায় এই সুখের জীবনে প্রথম পদার্পণে—জীবন বিসর্জ্জনে ছুটে এসেছ?"

"শুনে লাভ?"

"শুনে আমার লাভ না থাকলেও তোমার লাভ থাকতে পারে।"

"বিদ্রূপ ব্যতীত আমার আর কোন কিছু লাভ হবে না—হতে পারে না।"

"কারও ব্যথায় মানুষ কি বিদ্রূপ করতে পারে?"

"পারে।"

"তাহলে সে মানুষ পর্য্যায়ভুক্ত নয়।"

"যা অপরিচিত, তারাই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকারে—তর্জ্জনী হেলনে—রক্ত-নয়নে শাসন করছে।"

"সেই শাসনেই কি তুমি আজ গৃহ-ত্যাগিনী—মৃত্যুপ্রার্থিনী রাজপুত-নন্দিনী?"

"কে তুমি অন্তর্য্যামীর ন্যায় আমায় মৃত্যুবাসনা জেনে—আমার গৃহত্যাগের হেতু বুঝে—সান্ত্বনার শীতল বারিতে—মধুর স্বরে প্রলেপ দিতে এলে—কে তুমি অন্তর্যামী?"

"আমি দস্যুদলপতি! নাম আমার মেঘেশকুমার।"

"তুমি! তুমিই সেই দুর্দ্ধর্ষ শক্তিশালী—অমিত পরাক্রমশালী—মহা বলবান মহা প্রতাপবান দস্যুপতি, মেঘেশকুমার! একি সত্য?"

"অবিশ্বাস কেন নারী?"

"দস্যুর এত সুন্দর আকৃতি—এমন মধুর প্রকৃতি হতে পারে, এ যে ধারণা ছিল না আমার।"

"যাদের পরস্বাপহরণে আত্মসুখ, যাদের শুধু হত্যায়—লুণ্ঠনে পীড়নে আনন্দ; তাদের আকৃতি ভীষণ—তাদের প্রকৃতি ভয়াবহ হতে পারে। কিন্তু আমি লুণ্ঠন করি—গর্ব্বিতের গর্ব্ব,

আমি হরণ করি—ধনীর ধনাভিমান; আমি পীড়ন করি—অত্যাচারীর বাহুর শক্তি। আমার কর্ম্ম—দুর্ব্বল রক্ষণ, আমার ধর্ম্ম—ব্যথিতের বেদনাশ্রু বিমোচন।”

“তবে—তবে আজ এই বালিকার নয়নাশ্রু মোচন কর। তার হৃদয়াগ্নি শীতল কর সর্দ্দার; না—না, বৃথা—বৃথা এ প্রার্থনা আমার—তুমি পারবে না।”

“কেন পারবো না, রাজপুত-বালা?”

“সে বড় প্রবল।”

‘যত প্রবলই হোক্, দস্যু-সর্দ্দার তাতে শঙ্কিত, কম্পিত নয়।”

“যদি সে অত্যাচারী স্বয়ং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বর হয়?”

“তথাপিও পশ্চাদপদ নই।”

“শপথ কর।”

“শপথ করছি। এই সুরধুনী সলিল স্পর্শে শপথ করছি—যদি তুমি অনিচ্ছাকৃত পাপে পাপিনী হও—যদি তুমি প্রবলের নিকট উৎপীড়িতা হও—তাহলে সেই অত্যাচারীর শাস্তির জন্য আমি আমার বাহুবল—আমার বিপুল অর্থবল—আমার অসংখ্য লোকবল—এমন কি জীবন উৎসর্গ করবো। বল বালা, কে সে অত্যাচারী?”

“সে অত্যাচারী স্বয়ং বাংলার নবাব।”

“তবে—তবে কি তুমিই মর্ত্ত্যের ধন-কুবের জগৎশেঠ-পুত্র-বধূ?”

"হাঁ, আমিই সেই পদ-দলিতা ভুজঙ্গিনী—উৎপীড়িতা সিংহিনী।"

"আর নবাব-উৎপীড়নের জন্য আজ আমরা তোমার ন্যায় সতী-রাণীর দর্শন লাভ করলুম। এতদিন আমরা মৃণ্ময় মূর্ত্তি পূজা করে এসেছি—আজ থেকে সজীব সচল দেবীর পূজা করবো। আজ থেকে তুই আমাদের দেবী—আমাদের শক্তি—আমাদের মা।"

সর্দ্দারের শঙ্খ গুরুস্বননে স্বনিত হইল। মুহূর্ত্তে সুরধুনী-তটবর্ত্তী অরণ্য মধ্য হইতে দলে দলে রক্তবসন-পরিহিত, রক্ত চন্দন-চর্চ্চিত, রক্ত-রঞ্জিত করাল করবালধারী শতাধিক বলিষ্ঠ সবল সুস্থ ব্যক্তি বহির্গত হইয়া নীরবে সর্দ্দারকে অভিবাদনে—নীরবে নতশিরে দণ্ডায়মান হইল।

সর্দ্দার সুগম্ভীরস্বরে বলিল,—

"আজ থেকে এই বালিকা আমাদের দেবী—দেবী জ্ঞানে সকলে পূজা করবে। আজ থেকে এই রাজপুত-বালা আমাদের রাণী—রাণী জ্ঞানে আনতশিরে আদেশ পালন করবে। আজ থেকে এই মহিমময়ী সতী আমাদের জননী—জননী বোধে ভক্তি ভরে প্রণাম করবে। আমার আদেশ কণা-মাত্র অতিক্রম যে করবে, তার শির তদ্দণ্ডে ধূল্যবলুণ্ঠিত হবে। যাও সব"—

সর্দ্দার আদেশে সেই শতাধিক সর্দ্দার-অনুচর রাজপুত-বালার নিকট শিরানত পূর্ব্বক নীরবে প্রস্থান করিল।

ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে রাজপুত-বালা ডাকিল,—"সর্দ্দার?"

"জননী!"

"তুমি আশীর্ব্বাদের অতীত। তুমি মানবের উপমেয়—মহা-মানব। তুমি জাতির ভূষণ—কীর্ত্তি-কেতন।"

"আমি কর্ম্মের পূজক—কর্ত্তব্যের সেবক—আর আজ থেকে তোমার আদেশ-পালক।"

"আশ্রিতার আদেশ পালক! একি সত্য সর্দ্দার?"

"জননী কখনও সন্তানের আশ্রিতা হয়? সন্তানই যে জঠর থেকে জননীর আশ্রয়ে বর্দ্ধিত। জননী তুমি—রাণী তুমি—দেবী তুমি, তোমার আদেশ পালনই যে আমার প্রধানতম ধর্ম্ম—শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম।"

"উত্তম। তা যদি হয়, তাহলে সর্দ্দার, আদেশ আমার, এই মুহূর্ত্তে তোমার সমগ্র অনুচর সহ সশস্ত্রে সজ্জিত হও।"

"কোন প্রয়োজনে?"

"নবাব-প্রাসাদ আক্রমণে—বৈরী-নির্য্যাতনে—আমার প্রতিজ্ঞা পালনে।"

"কিন্তু মা, আমার সমগ্র অনুচর-সংখ্যা সহস্রাধিক মাত্র। এই সহজ গণনীয় সৈন্য সহায়ে অসংখ্য সৈন্য-পরিবেষ্টিত বাংলার রাজধানী মধ্যে প্রবেশে—ততোধিক সুরক্ষিত নবাব-প্রাসাদ আক্রমণে অভিযান, আর স্বেচ্ছায় মরণ-বক্ষে ঝম্প-প্রদান একই কথা।"

"আমি কি পিশাচিনী যে, সন্তানকে স্থির মৃত্যু-বক্ষে প্রেরণ

করছি! তা নয় সর্দ্দার, যখন গভীর নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব নিদ্রায় অচেতন থাকবে, তখন প্রকৃতির সে অন্ধকার-বস্ত্রে দেহাবরণের মধ্যে সহসা বাঘের মত নবাব-প্রাসাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে চূর্ণ করতে হবে অত্যাচারীর প্রাসাদ—পাপাচারীর মস্তক। যদি সত্যই আমি তোমাদের রাণী হই—তবে এই মুহূর্ত্তে বাহিনী সুসজ্জিত কর। আমি স্বয়ং বাহিনী পরিচালনা করবো। পরাজিত হলেও কেউ জানবে না—কেউ বুঝবে না কে এই বাহিনীর নেতা—কে এই অভিযানের হোতা।"

"কেউ না বুঝলেও আমি বুঝেছি—আমি জেনেছি রাজপুত-বালা।"

বলিতে বলিতে এক তেজস্বী শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় রক্তবর্ণ বালক বৃক্ষান্তরাল হইতে আবির্ভূত হইল। অকস্মাৎ সর্দ্দারের কটিবদ্ধ করবাল পলকে পিধান-মুক্ত হইল। কিন্তু আগন্তুকের বয়সের ও আকৃতির অতি নবীনতা দর্শনে—পুনঃ পিধানবদ্ধ হইল। বিপুল বিস্ময়-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে রাজপুত-বালা বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি, তুমি! তুমি সেই?"

"হাঁ রাজপুত-বালা, আমি সেই!"

"তুমি হিংস্রক নবাব-গ্রাস মুক্তে এখনও জীবিত!"

"শুধু জীবিত নই—আমিই এখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সহকারী সেনাপতি।"

"আর তোমার পিতা?"

"প্রধান সেনা-নায়ক।"

"অসম্ভাবিত—অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা এ ভাগ্যোন্নতির কারণ ?"

"কারণ—তোমার রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের পুরস্কার।"

"আমি বিকৃত-মস্তিষ্কা—জ্ঞানহারা উন্মাদিনী নই বালক।"

"আমিও মিথ্যাবাদী নই, বালিকা।"

"কিন্তু এ অসম্ভব কথায় বিশ্বাস হয় না যে বালক ?"

"না হলে তাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বিশ্বাস করা না করা সেটা তোমার ইচ্ছাধীন।"

"বিশ্বাস করলুম—ধর্ম্ম-বিনিময়ে তুমি এ পদে উন্নীত হয়েছ।"

"তুমি বালিকা—তাই এ বাক্যের উত্তর অস্ত্রে প্রদান করতে নিরস্ত হলুম।"

"কিন্তু একদিন আমার জন্য পিতাপুত্রে জীবনোৎসর্গে উদ্যত হয়েছিলে।"

"সেটা তখন কর্ত্তব্যের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু আজ আবার তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলনের প্রয়োজন হয়েছে।"

"কেন ?"

"তুমি রাজ-বিদ্রোহিনী।"

"আর তুমি সয়তান পদ-সেবক।"

"আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা সয়তান হলেও মানব ধর্ম্ম—তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকা—তাঁর মঙ্গলার্থে জীবনপাত করা।"

"তুমি কি সেই বালক—যে বালক একদিন নারী-অসম্মান-

নার জন্য অকুতোভয়ে—স্ফীত বক্ষে—মুক্ত অস্ত্রে নবাব সকাশে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়িয়েছিল—তুমি সেই বালক?

তুমি কি সেই বালক—যার কণ্ঠে একদিন মহান্ উক্তি নিনাদিত হয়ে আমার হৃদয়ে হিন্দুর ভবিষ্যত জীবনের একটা প্রোজ্জ্বল কল্পনা—উজ্জ্বল জাগরণের দৃশ্য অঙ্কিত করে দিয়েছিল—তুমি কি সেই উদার অত্যুদার দেব-বালক?"

"হাঁ বালিকা—সেই বালকই এই।"

"তবে তোমায় তো আর ত্যাগ করতে পারি না। তুমি উপকারী হলেও আজ আমার সে উপকার বিস্মরণে তোমায় আবদ্ধ করতে হবে। নতুবা আমাদের অস্তিত্ব—আমাদের উদ্দেশ্য সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। সর্দ্দার, বন্দী কর এই বালককে।"

"বালক, অস্ত্র ত্যাগ কর।"

"প্রভু-আজ্ঞা ব্যতীত রাজপুত-বালক কখনও অস্ত্র ত্যাগ করে না, সর্দ্দার।"

"কিন্তু আক্রমণে আমার—জীবনাশঙ্কা তোমার।"

"পর-প্রাণ যাদের ক্রীড়নক, তাদের মুখে এ মহৎ উক্তি বড় অশোভনীয়।"

"উত্তম, তবে আত্ম-রক্ষা কর।" সর্দ্দার অবহেলায় বালককে আক্রমণ করিল। আক্রমণে—সর্দ্দারের অবহেলা দূরীভূত হইল। ক্রমে উদ্যম উদয় হইল—তারপর আশঙ্কা ধীরে সর্দ্দার-চিত্তে আবির্ভূত হইল। সর্দ্দার বাম-করে শঙ্খ ধারণে নিনাদিত

করিল। সর্দ্দারের শত সাথী আসিয়া বালককে পরিবেষ্টনে উন্মুক্ত করবাল-করে দণ্ডায়মান হইল।

সর্দ্দার সবিস্ময়ে দেখিল—বালক তখনও নির্ভীক নিঃশঙ্ক—তখনও তার ক্ষুদ্র অসি চক্রবৎ বিঘূর্ণিত। মেঘ-গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সর্দ্দার ডাকিল—"বালক ?"

"দস্যু !"

"এখনও অস্ত্র ত্যাগ কর, নতুবা দেখেছো, ঐ শত সু-শাণিত শায়ক ?"

"অস্ত্র দেখে রাজপুত-বালক শঙ্কিত হয় না।"

"কিন্তু বালক-বধে ইচ্ছা নাই। এখনও অস্ত্র ত্যাগ কর।

"এখনও বক্ষস্পন্দন নিস্পন্দিত হয় নাই আমার।"

তার আর বিলম্বও নাই।"

"বাক্য আর কার্য্য এক কর সর্দ্দার।

"এই দেখ এক হয়েছে—অস্ত্র তোমার দ্বিখণ্ডিত।"

"পুনঃ অস্ত্র দাও।"

"তোমার অভিভাষণেই প্রকাশ, দস্যু আমরা—হীন আমরা, সুতরাং দস্যুর অনুকম্পার আশা অনর্থক তোমার। ভূমা, বালকের হস্তপদ রজ্জু-আবদ্ধ করে ঐ অরণ্যে বন্দী করে রাখ।"

"আর শোন ভূমা—আমাদের রাণীর আদেশ, এই বালকের জীবননাশের কোন চেষ্টা বা বালকের পানাহারের কোন কষ্ট না হয়। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূরণে বালককে সহমানে মুক্ত করে দেবে।" যাও—আদেশ আমার মনে রেখো।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"একি হোলো! একি করলে দেবতা! আমার উদার প্রভু—আমার মহৎ আশ্রয়দাতা—আমার দয়াল রাজার ঘনীভূত বিপদ, অথচ আমি জীবিত! এর চেয়ে মৃত্যু কেন দিলে না ঈশ্বর! হে পবন, সর্ব্বত্র তোমার গমন! এ দীন আজ আর্ত্তস্বরে তোমার করুণা-কণা প্রার্থী। যাও পবন, রাজধানীতে—যাও রাজপ্রাসাদে। শোনাও—জানাও রাজাকে আমার বিপদ বার্ত্তা।

হে দ্রবময়ী গঙ্গা, তুমি জগৎজননী—ভক্ত-হৃদি-বিহারিণী, তোমার নিকট জাতিভেদ নাই। তবে—তবে যাও মা, একবার মায়ামরী—মূর্ত্তিমতী হয়ে প্রভুকে আমার জানাও তাঁর ভীষণ বিপদ কাহিনী।"

ক্ষীণ অরণ্যানীর প্রান্তে এক বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে রাজপুত-বালক ভূ-পতিত। বালকের হস্তপদ একত্রে একই রজ্জুতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। বালক মাথাটা কষ্টে উচ্চে উত্তোলনে দেখিল,—কেহ কোথাও নাই। বালক ভাবিল,—

"এ রজ্জু-বন্ধনী কি অচ্ছেদ্য! পারবো না! প্রভুর মঙ্গলার্থে এই রজ্জু ছিন্ন করতে যদি আমার হস্তপদ অথবা দশন-পংক্তিও যায়—যাক্, তবুও যদি পারি আমার প্রভুকে বিপদাবর্ত্ত হতে উদ্ধার করতে।"

বালক দেহের সমস্ত শক্তি বিনিয়োগে রজ্জু আকর্ষণ বিকর্ষণ

করিল। উৎপীড়িত রজ্জু তাহাতে আরও দৃঢ়তায় পরস্পর আবদ্ধ হইল।

বালক তখন সে চেষ্টা পরিহারে দশনে রজ্জু দংশনে রজ্জুপাশ ছিন্ন করিতে বেষ্টিত হইল। সে চেষ্টায় বালকের দু-একটা দন্ত উৎপাটিত হইল। শোণিতধারা প্রবাহিত হইল। নিরাশায় —মর্ম্মবেদনায় জ্বালা-জর্জ্জরিত অন্তরে বালক বলিয়া উঠিল,—

"না, হলো না। ব্যর্থ হলো সব চেষ্টা—বিফল হলো দেব আরাধনা। কিন্তু রাজপুত-বালা, অজ্ঞানতায় নবাবের অন্তঃকরণের মধ্যে কি মহামূল্য উপাদানরাজি স্তরে স্তরে সজ্জিত, তার সন্ধান না জেনে যদি সে অমূল্য অতুল্য দেহাধার চূর্ণ কর, তাহলে জেনো বালিকা, যদি আমি মুক্তি পাই, যদি জীবিত থাকি, তাহলে তুমি যারই আশ্রয় নাও—তথাপি আমার প্রতিশোধানল থেকে তোমার নিস্তার নাই—উদ্ধার নাই। তখন তোমায় পিশাচিনী জ্ঞানে তোমার বক্ষ-রুধিরে আমার তরবারী রঞ্জিত করতে কোন দ্বিধা—কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবো না—এ স্থির জেনো।"

সহসা অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল। দস্যু-আগমন-আশঙ্কায় ক্রোধে বালক অশ্বপদোত্থিত পথপ্রতি চাহিল। দেখিল— আরোহী-হীন অথচ আরোহীর সজ্জাযুক্ত একটী শ্বেত অশ্ব সেই দিকেই আসিতেছে। বালক চিনিল—সে অশ্ব তারই। বালক বুঝিল—তারই সন্ধানে অশ্ব ভ্রাম্যমান। বালক ডাকিল— "শ্বেতা? শ্বেতা?"

সে আহ্বানে অশ্ব বিজলীবৎ বালক-সন্নিধানে আসিয়া সহর্ষে হ্রেষা ধ্বনি করিয়া উঠিল। বালক অশ্ব লক্ষ্যে বলিল,—

"শ্বেতা, শ্বেতা, তুই পারিস শ্বেতা? একবার নক্ষত্রের গতিতে ছুটে গিয়ে আমার প্রভুকে তাঁর বিপদবার্ত্তা শোনাতে পারিস, শ্বেতা? চৈতক রাণা প্রতাপসিংহের জীবন রক্ষা করেছিল। সেও অশ্ব ছিল তুইও অশ্ব—তুইও রাজপুতের বাহক। তুই আজ তেমনি তোর প্রভুর প্রভুকে রক্ষা কর—উদ্ধার কর শ্বেতা।"

শ্বেতা দক্ষিণ পদ মৃত্তিকায় আঘাত করিল, বুঝি প্রভুকে অভিবাদন করিল। তারপর শ্বেতা স্বীয় দশনে বালকের বন্ধিত রজ্জুর সন্ধি স্থান সবলে আকর্ষণে বালককে মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজধানী অভিমুখে ছুটিল।

সে এক অভূতপূর্ব্ব-অপূর্ব্ব দৃশ্য। সে অ-দেখা অ-ভাবা দৃশ্য দর্শনে পথিক ব্যাপার না বুঝিলেও বিস্মিত—চমকিত হইল।

পবনবেগে অশ্ব সেই অবস্থায় বালককে লইয়া, নবাব-প্রাসাদ সম্মুখে উপনীত হইয়া গতি নিরুদ্ধে অতি সন্তর্পণে বালককে মৃত্তিকায় রক্ষা করিল। বালক তখন মূর্চ্ছিত! নবাব-দ্বাররক্ষীগণ বালককে চিনিল—চিনিয়া বিস্ময়াভূত হইল। ত্র্যস্তে ব্যস্তে তাহারা সেই রজ্জু-আবদ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই বালককে নবাব-সকাশে উপনীত করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"সত্য করে বল—কে বালককে মুক্ত করেছ ?"

"আমরা কেউ মুক্ত করিনি।"

"এখনও সত্য কথা বল—নতুবা ভবিষ্যতে অপরাধ প্রকাশ পেলে অতি নির্ম্মমতায় তাকে বধ করবো।"

"আমরা সকলেই নিরপরাধ।"

"ভাগীরথী-নীর স্পর্শে বল।"

"ভাগীরথী-বারিস্পর্শে বলছি—আমরা কেহই বালককে মুক্ত করিনি।"

"ভীমা ?"

"সর্দ্দার !"

"সত্য বল, তুমি কিছুই জান না ?"

"না সর্দ্দার, আমি কিছুই জানি না।"

"বালককে কি দিয়ে আবদ্ধ করেছিলে ?"

"দৃঢ় রজ্জুতে বালকের হস্তপদ আবদ্ধ করেছিলুম। সে রজ্জু ছিন্ন করা বারণ শক্তিরও অতীত।"

"তবে কি বোঝাতে চাও আমায়—বালক মন্ত্রবলে অন্তর্দ্ধান হলো ?"

"ভীমা ?"

"মা !"

"কোন ব্যক্তিকে অরণ্যে প্রবেশ করতে দেখেছো ?"

"না, মা।"

"সর্দ্দার ?"

"জননী !"

"চল দেখে আসি, বালক যেস্থানে আবদ্ধ ছিল। যদি কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয়।"

"চল মা। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য! বালকের শক্তি সাহস যেমন অদ্ভূত, তেমনি তার পলায়নও অদ্ভূত।"

"ভীমা ?"

"রাণী !"

"বালক কোন স্থানে আবদ্ধ ছিল ?"

"এই যে, এই বটবৃক্ষ মূলে।"

"সর্দ্দার ?"

"দেবী !"

"দেখেছ সর্দ্দার ?"

"কি ?"

"ভীমার নির্দ্দেশিত বালকের অবস্থিতি-স্থান শোণিত-সিক্ত।"

"তাইতো রাণী। আবার আর এক মহা বিস্ময়-তরঙ্গে হৃদয় প্লাবিত হয়ে উঠ্‌লো! এ শোণিতধারা কেমন করে কি ভাবে এলো ? তবে কি—তবে কি বালককে কোন হিংস্র পশু হনন করেছে ? তারই দশন-বিদ্ধ ক্ষতে বুঝি বালকের এ শোণিত পতিত হয়েছে ?"

"তাই সম্ভব.—সম্ভব কেন, তাই। সর্দ্দার, আমি পিশাচিনী। মহত্ত্ব মণ্ডিত—সারল্য-সৌন্দর্য্য-শোভিত—নিষ্পাপ-চিত্ত বালক; আমার পরোপকারী ভ্রাতৃসম বালক আমারই নিষ্ঠুরতায় চলে গেল পরপারে। সেই পূত-পবিত্র দেহাধার আজ হীন হেয় ভাবে পশুর উদরসাৎ হলো!

হে বালক, হে পুণ্য-পূত স্বর্গ-শ্রী, প্রতিহিংসাপরায়ণা এ অভাগিনী—এ পাতকিনী আজ অনুতপ্ত অন্তরে মুক্তকরে নয়নাশ্রুসেকে তোমার করুণা—তোমার মার্জ্জনা ভিখারিণী। হে স্বর্গীয় বালক, মার্জ্জনা কর এ দীনা হীনা ভগিনীকে তোমার!"

"রাণী, নয়নাশ্রুতে কি ভাসিয়ে দিতে চাও তোমার শপথ—তোমার উদ্দেশ্য? শোকাবেগে কি ভুলে যাচ্ছ আজ কেন তুমি ধনকুবেরের গৃহলক্ষ্মী হয়েও ভিখারিণী—অনাথিনী?

রাণী তুমি, তোমার কাতরতা দর্শনে ঐ দেখ মা, আমার সমস্ত অনুচরদের নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত বদন বিষাদাচ্ছন্ন। ওঠ্ মা, জাগ্ মা, প্রলয়ঙ্করী ভীমা ভয়ঙ্করী মহাশক্তিশালিনী রুদ্রার তেজে—আত্মার শক্তিতে। তোমার আদেশ শিরে ধারণে মাতৃ-অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণে দস্যু-জীবন সন্তান জন্ম-গ্রহণ সফল করি মা সতীরাণী?"

"ঠিক—ঠিক—ঠিক বলেছ সর্দ্দার। এখনও সেই নারী-অপমানকারী অরাতি জীবিত। এখনও সেই পামরের বক্ষরক্ত দর্শন করি নাই। এখনও অপূর্ণ প্রতিজ্ঞা আমার।

তবে তবে যাও অশ্রু ফিরে যাও। যতদিন অরাতি পতন—প্রতিজ্ঞা পূরণ না হয়, ততদিন জল্ জলরে অনল, জল রক্তরাগে নয়নে আমার। যতদিন রাজপুত-বালার ভীষণ প্রতিশোধানলে বঙ্গ-বক্ষ বিক্ষোভিত না হয়, ততদিন—পিশাচ-পিশাচিনী, আমি সেবিকা তোমাদের। তবে—তবে সাজাও সন্তান, মহাশক্তি দাপে অস্ত্র-ভূষণে—রক্ত-বসনে সাজাও তোমার দুর্ম্মদ দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-বাহিনী। হয় প্রতিজ্ঞা পালন—না হয় জীবন পতন, যা হয় হবে।

যদি পতন হয় ক্ষতি নাই। ক্ষুদ্র এক রাজপুত-বালার জন্য অনন্ত শক্তিধর সমগ্র বাংলার রাজদণ্ডধর নবাবের প্রতি এই প্রতিশোধ গ্রহণের জলন্ত আদর্শে—বিদেশী আর কখনও হিন্দু-নারীর প্রতি কু-দৃষ্টিপাত করবে না। হিন্দুবালার নামে আতঙ্কে নয়নাবৃত করবে।

আর—যদি পূর্ণ হয় প্রতিজ্ঞা আমার—তা'হ'লে ঐ স্বর্গ-দ্বার মুক্তে—অমরার অমর আশীর্ব্বাদ অঝোরে ঝরে পড়বে তোমাদের শিরে। মহাকীর্ত্তির কনক-কীরিটে শির তোমাদের শুভ্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে। তোমাদের যশোতানে গৌরব-গানে সুরধুনী তটভূমি মুহুর্মুহু ধ্বনিত—মুখরিত হয়ে উঠবে।

চল চল সন্তান! পীড়ক দলনে—মাতৃ সম্মান রক্ষণে—নবাব-নিপাতনে—দেশের গৌরব বর্দ্ধনে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"আমি কোথায়?"

"তুমি নবাব-প্রাসাদে—নবাবের শয়নাগারে—নবাব-শয্যায়—নবাব-ক্রোড়ে শায়িত।"

"এখানে! এখানে কেমন করে এলুম আমি?"

"তুমি অশ্বদশন বাহিত হয়ে আমার প্রাসাদ-দ্বারে নীত হও। তোমায় রজ্জু-আবদ্ধ অবস্থায় রক্তাক্ত কলেবরে দেখে তোমার মূর্চ্ছিত দেহ—রক্ষীরা আমার নিকট আনয়ন করে—এই মাত্র আমি জানি।"

"ওহো-হো—মনে পড়েছে, মনে পড়েছে নবাব।"

"ও কি! অমনভাবে ক্ষিপ্র লম্ফনে শয্যাত্যাগ করলে কেন বালক? এখনও তুমি দুর্ব্বল—এখনও তোমার বিশ্রামের—তোমার শয়নের—তোমার শুশ্রূষার প্রয়োজন।"

"কিছুরই আর প্রয়োজন নাই নবাব—আমি সুস্থ হয়েছি। আমার দেবতুল্য প্রভুর আসন্ন বিপদ- আর প্রভুর সুখশয্যায় প্রভুর করদ্বয়ে ব্যথা দিয়ে আমি বিশ্রাম করবো! অগ্রে প্রভুর শত্রুনাশ করি, তারপর—তারপর হে দয়াল দেবতা! হে মহান প্রভু! তারপর তোমার ঐ কোমল করদ্বয় আমার মাথায় স্থাপনা করে এ দীন ভৃত্যকে আশীষ ক'রো—করুণা ধারা বর্ষণ ক'রো।"

"প্রহেলিকার মত একি কথা বল্‌ছো বালক? শমন যার নামে শঙ্কিত—সেই নবাবের আবার বিপদ কি?"

"সত্যই নবাব, ঘনীভূত জড়ীভূত বিপদরাশি অলক্ষ্যে—অজ্ঞাতে আপনাকে গ্রাস করতে অগ্ন নিশার অন্ধকারে—অন্ধকারেরই স্থায় ভীষণ মূর্ত্তিতে ছুটে আসছে।

মৃগ-শিকারে আমি রাজধানী-উপান্তে গিরিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী অবস্থিত, সুরধুনী তটোপরি বিরাজিত অরণ্যের উদ্দেশ্যে গমন কালীন,আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের কথা কর্ণে আমার প্রবিষ্ট হলো। আমি থাকতে পারলুম না। আমি ষড়যন্ত্র-সম্মুখে সতেজে উন্মুক্ত অস্ত্রে উপনীত হলুম। রাজ-প্রাণ হননে ব্রতী সেই বলিষ্ঠ পুরুষ আমায় অস্ত্রত্যাগে বন্দীত্ব স্বীকারের জন্য আদেশ করলেন। আমি শুনলুম না সে আদেশ – গর্ব্বে দর্পে সে পাপাচারকে আক্রমণ করলুম। সহসা সেই দুর্ব্বৃত্ত শঙ্খধ্বনি করলে—সহসা কোথা থেকে শত শত রক্তবস্ত্রপরিহিত অস্ত্রধারী ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে আমায় পরিবেষ্টন করলে! তথাপি সেই শঙ্খবাদককে আক্রমণে আমি নিরস্ত হলুম না। অচিরাৎ আমার অস্ত্র দ্বিখণ্ডিত হলো – আমি পুনঃ অস্ত্র চাইলুম, অনুদার তারা দিলে না—আমায় নিরস্ত্র অবস্থাতেই বন্দী করলে, হীন পশুর ন্যায় আমায় রজ্জুবদ্ধ করে এক বৃক্ষমূলে ভূতলে ফেলে রেখে দিলে।—আমি আর্ত্ত-নাদে বিধাতাকে ডাকলুম—নিজের জীবনের জন্য নয়, আপনার জন্য! প্রাণপণে রজ্জু মোচনের চেষ্টা করলুম কিন্তু পারলুম না। তীক্ষ্ণ দন্তে রজ্জুচ্ছেদনের চেষ্টা করলুম—দশন উৎপাটিত হলো—শোণিতে বস্ত্র—ভূ-পৃষ্ঠ রঞ্জিত হলো—কিন্তু রজ্জু ছিন্ন হলো না। তখন ঈশ্বরে অভক্তি—অবিশ্বাস জেগে উঠলো। এমন সময়ে

আমার ঘোটক শ্বেতা উপস্থিত হয়ে তার দন্তে রজ্জু ধারণে আমায় নিয়ে পবন-বক্ষ বিদারণে পবন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছুটলো! পথে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি!"

"বাঃ! তোমার কার্য্য, বাক্য যেমন বৈচিত্র্যতায় সৃজিত—গঠিত, তেমনি তোমার এই মুক্তিও মহা বিস্ময়ে উদ্ভাবিত। কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, সহকারী সেনাপতি।"

"কি বুঝতে পারছেন না, রাজা?"

"আমি বুঝতে পরছি না, কে সে শমন-শক্তি উপেক্ষাকারী মহাশক্তিমান—যে বাংলার নবাবের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ।"

"বুঝতে পারছেন না নবাব, কে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সহসা অতর্কিত সম্ভাবিতরূপে অবতীর্ণা?"

"না বালক, বুঝতে পারছি না।"

"এ সেই পদাহতা সর্পিনী—স্বামী-পরিত্যক্তা সতী-শিরোমণি রাজপুত-বালা—আজ নবাব-প্রতিদ্বন্দ্বিনী!"

"এক বালিকা নবাব প্রতিদ্বন্দ্বিনী, একি কুহক কথা!"

"কুহকের মত হলেও এ সত্য।"

"কোথা থেকে, কেমন করে নবাব-বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলনের শক্তি সংগ্রহ করলে সে রাজপুত-বালা?"

"তা জানি না। তবে সেই রাজপুত-বালার আদেশবাহী সম্প্রদায় দেখে অনুমিত হয়—তারা দস্যু। বঙ্গেশ্বর, আমার আর বিলম্বের অবসর নাই—আমি চল্লুম।"

"কোথায়?"

"প্রাসাদ-প্রাচীরোপরি আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত করতে—প্রাকার নিয়ে সৈন্য শ্রেণী সন্নিবেশিত করতে।"

"কেন ?"

"একি প্রশ্ন আপনার! প্রাসাদ রক্ষা—প্রভুর সম্মান রক্ষায় সৈন্য-সজ্জা—এ ত' স্বাভাবিক। এতে আর কোন প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে না।"

"হতে পারে না—কিন্তু হচ্ছে। আমি বাংলার নবাব। সাধারণের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপাদানে নবাবের হৃদয় বিধাতা গঠিত করেন না, তাই এ প্রশ্ন বীর বালক। সেই রাজপুত-বালাকে জননী বলে সম্বোধন করেছি—দেবীর আসনে বসিয়েছি। তখন আজ আবার সন্তান হ'য়ে—পিশাচের ন্যায় জননীবধে অস্ত্র ধারণ করবো কোন করে—কোন প্রাণে বালক ? জননী—জননী ! জননী শক্তিকে প্রতিহত প্রতিরোধ করে মাতৃ অপমাননা—মাতৃ-শক্তির হীনতার পরিচয় প্রদান করা—সন্তানের কর্ম্ম নয়। তাই বলি, বাধা দেবার প্রয়োজন নাই। আসুন সেই রাজপুত-বালা, স্বেচ্ছায় হৃদয়-শোনিত ঢেলে পূজা করবো তার রক্তকমল-নিন্দিত চরণ সরোজ দু'টী।"

"নবাব, নবাব, একি ত্যাগের মহৎ ধ্বনি—ভক্তির প্রণব বাণী শোনালে নবাব! মুগ্ধ অন্তর—তৃপ্ত কর্ণ-কুহর—প্রীতি ইন্দ্রিয়-নিচয়। কিন্তু ভূপেশ, এক প্রতিহিংসাপরায়ণা বালিকার জ্বলিত ক্রোধানলে অযথা এমন মহামূল্য স্বর্গ-অবদান—আমি রক্ষক হয়ে সেবক হয়ে উপাসক হয়ে অর্পণ করতে পারি না। যে তোমায়

না চিনেছে—তোমার অন্তর না দেখেছে, সে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু আমি যে তোমার স্বর্গালোক-পরিপ্লাবিত অন্তর দেখেছি—দেবতার প্রতিনিধিরূপে তোমায় জেনেছি! আমার অন্তর-কন্দরে অতিযত্নে তোমার ঐ দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত করেছি। আজ এক উন্মাদিনী প্রতিহিংসা-পাগলিনীর রক্ত-লোল-রসনায় সেই আমার আরাধ্য প্রভুকে নিক্ষেপ করতে পারবো না। আমি আমার নিজের পদবীর গুরু দায়ীত্বে—ভৃত্যের কর্ত্তব্যে—সেবকের সেবা-ধর্ম্মে বাধা দেব, সেই রাজপুত-বালাকে! আমার ধর্ম্ম কার্য্যে—আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধাদানে পুত্র-তুল্য দাসকে নিরয়-নিবর্ত্তে নিক্ষেপ করবেন না বঙ্গেশ্বর?"

"বেশ, আমি আদেশ-হীন অবস্থায় নিরপেক্ষ রইলুম। ইচ্ছা যদি হয় কর রণ—বালক বালিকার বাধুক রণ। দেখুক সকলে অকল্পনীয় আশ্চর্য্যে গঠিত এই রণ-আয়োজনে—এই আদর্শ মহান্।

তোরা দুটি বালক-বালিকা নিত্য নব নব বিচিত্র বৈচিত্র্যময় স্বর্গ-দৃশ্য মর্ত্ত্য বক্ষে প্রতিফলিত করে তুল্লে।

তোমরা দুটি অমরার পুষ্প দেব-দেবেশের করচ্যুত হয়ে বুঝি ঝরে পড়েছ বঙ্গ-বক্ষে—শোভায় জগত মাতাতে—আলোকে ভাসাতে—বিপুল বিস্ময় জাগাতে বিশ্ব-বক্ষে?

যাও দেব-বালক, আদেশের অতীত তুমি—তোমার ইচ্ছার গতি-পথ কখনও কোনদিন আর বাংলার নবাব রুদ্ধ করবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

"রাণী, আমার প্রেরিত সৈনিক মিথ্যা কহে নাই—ভুল দেখে নাই। সত্যই নবাব-প্রাসাদোপরি আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত—সত্যই প্রাকার-মূলে শত শত সৈন্য রণ-বেশে জাগ্রত। আমি স্বয়ং অলক্ষ্যে দেখে এলুম। এ ভুল নয়—মিথ্যা নয়। বিশ্বাস না হয়, দেখে এস রাণী তুমি নিজের চক্ষে।"

"নিস্প্রয়োজন সর্দ্দার। তোমায় এতটা হীন জ্ঞান করলে, আজ তোমায় সন্তান সম্ভাষণে তোমার আবেষ্টনী মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করতুম না! কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে কেমন করে নবাব আমাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হলো পুত্র?"

"আমি তাই ভাব্‌ছি মা। ভীমা?"

"সর্দ্দার!"

"তুমি আবাল্য লালিত পালিত হয়েছ আমারই স্নেহ-কোমল বক্ষে। পুত্রহীন সর্দ্দারের তুমিই পুত্র স্থান অধিকার করেছ। তোমায় পুত্রতুল্য দেখি, ভালবাসি, স্নেহ করি। তোমার উন্মুক্ত হৃদয়ে সর্ব্ব-অস্ত্রে শিক্ষিত করেছি আমি। বীরত্বে—শক্তি সাহস সামর্থ্যে নিজের প্রতিবিম্বরূপে তোমার হৃদয়কে গঠিত করেছি। আমিই তোমার একাধারে পিতা মাতা, আমিই তোমার আশ্রয়দাতা—অন্নদাতা। আমিই তোমার প্রভু—গুরু।

আমার সম্মুখে মিথ্যা কথা বল্‌বে না বলেই আমার বিশ্বাস। বল দেখি ভীমা, সত্য করে বল দেখি, এ রহস্যের তুমি কি কোন কিছু অবগত নও ?"

"না সর্দ্দার !"

"আমার দলস্থ কোন অনুচর কি অনুপস্থিত ছিল ?"

"না প্রভু।"

"সত্য ?"

"সত্য। গুরু আপনি—প্রভু আপনি—পিতা আপনি। আপনার সমক্ষে মিথ্যাবাণী উচ্চারণ করবো, এ হীনতা যেদিন অন্তরে আমার উদয় হবে সেদিন যেন বজ্র নিপতিত হয় আমার মস্তকে।"

"বিশ্বাস করলুম তোমার কথা। কিন্তু আমি যে কিছুই ধারণায় আনতে পারছি না—ভীমা।"

ভীমাকে নির্ব্বাক নতশিরে অবস্থান করিতে দেখিয়া রাণী বলিলেন—"এখন উপায় পুত্র ?"

"বল জননী—আদেশ কর রাণী—ঐ সাক্ষাৎ শমনরূপী কালানল-বক্ষে হাস্‌তে হাস্‌তে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু তোর আশা তোর পিপাসা তাতে তৃপ্ত—প্রীত হবে না। লাঠি শড়কি, সোঁটা, বল্লম, বর্শা, ভল্ল, কুঠার, টাঙ্গি বা তরবারি—আগ্নেয়াস্ত্রের অনল উদ্গারে লহমায় ভস্ম হবে।"

"তবে প্রয়োজন নাই। অপ্রয়োজনে অযথা এতগুলি সন্তান-জীবন হেলায় অনল-মুখে সমর্পন করবার আদেশ জননী-

কণ্ঠে উচ্চারিত হলে, মা নামে মানব-বক্ষ আর উল্লসিত ভক্তি-প্লাবিত হ'য়ে উঠবে না।

তবে এত ক্লেশ সহনে—এত বাধাবিঘ্ন দলনে এত আয়োজনে এসেছি যখন, তখন শুধু শুধু ফিরে যাব না সন্তান!"

"তবে কি করবে মা?"

"আমার আগমনের একটা মহা বিস্ময়কর নিদর্শন নবাবকে জানিয়ে যেতে হবে। যাতে সে বুঝবে—রাজপুত-বালার শক্তি কি মহামেদে গঠিত। শোন সর্দ্দার! যে আগ্নেয়াস্ত্রই আজ আমার বুকভরা তৃষা পরিতৃপ্তির পথ রুদ্ধ-করলে—সেই নবাবের আগ্নেয়াস্ত্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে নিয়ে চল সব। এই আগ্নেয়াস্ত্র ভবিষ্যতে আমার সহায় হবে—প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ করবে।

আজ না হয় কাল, কোন দিন না কোনদিন, কোন না কোন সুযোগে নবাবেরই আগ্নেয়াস্ত্রই নবাব-বক্ষ শতধা দীর্ণ করবে। চালাও বাহিনী নিঃশব্দে অস্ত্রাগারাভিমুখে!"

"কিন্তু যখন নবাব আমাদের আগমন অবগত, তখন আমাদের অবস্থান আবাস যে অনবগত এরূপ অনুমিত হয় না। হয়তো প্রত্যাবর্ত্তনে দেখবো, আমাদের অরণ্য-আবাস নবাব সৈন্য পরিবেষ্টিত।"

"বাংলায় অরণ্যের অভাব নাই সর্দ্দার।"

"কিন্তু শত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য যে সেই অরণ্যে সমাহিত।"

ভবিষ্যত কল্পনা পরিহারে বর্ত্তমান পথে অগ্রসর হও

সর্দ্দার! যদি নবাব-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে পার, তাহলে আমিই তোমাদের বিপুল বৈভব প্রদান করবো।”

“তুমি—তুমি কোথায় পাবে?”

“তোমার জননী দরিদ্র-নন্দিনী—দীনের ঘরণী নয়। গৃহ নিষ্ক্রান্তা হলেও আমি নিরাভরণা ছিলুম না। কেশ হতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত হীরকালঙ্কারে শোভিত ছিল। এক একখানা আভরণে—এক এক ভূখণ্ড ক্রয় হতে পারে।”

“কোথায় আছে সে দুর্ল্লভ রত্নরাজি-আবরিত আভরণ?”

“সুরধুনীর তট-নীরে।”

“তোমার আভরণ তুমি পর মা, জননীর অলঙ্কারে সন্তান হস্তক্ষেপ করবে না।”

“ভিখারিণীর অঙ্গে অলঙ্কার শোভা পায় না!”

“এই শত সহস্র সন্তান যাঁর আজ্ঞাবাহী, সে নয় ভিখারিণী। বলেছি তো মা, ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল নয় তোমার এ হতভাগ্য সন্তান। আমি কাঙ্গাল শুধু তোর আশীর্ব্বাদের। তোর বিশুষ্ক বদনে হাস্য ফুটিয়ে তুলতে যদি পারি, তবেই আমার জীবন—আমার অস্ত্রধারণ সার্থক—সফল জ্ঞান করবো।

চল সহচরগণ, বজ্রের ভীষণতায়—বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায়—সাগরোর্ম্মির ভীষণতায় ছুটে চল নবাব-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে—মাতৃ-নয়নাশ্রুমোচনে—দেবী আজ্ঞাপালনে।”

দশম পরিচ্ছেদ

"দিন্—আদেশ দিন্ নবাব, দস্যুর দর্প চূর্ণ—সেই রাজপুত-বালার গর্ব্ব দীর্ণ করি! সমস্ত দস্যুসহ সেই অরণ্য ভাগীরথী-গর্ভে ডুবিয়ে দিই। দিন্—আদেশ দিন নবাব?"

"তোমার ক্রোধানলে ভস্ম হতে—নবাব-শক্তির সংঘাত আশায় দস্যু সেই অরণ্যে আর অপেক্ষায় নাই। সানুচর দস্যু, অন্য অরণ্যের আশ্রয় নিয়েছে!"

"যেখানে—যে কোন গভীর অরণ্যের অথবা দৈত্যকুলের মত জলধি-জলতলে যে কোন স্থানেই আশ্রয় নিক্—তথাপি—তথাপি তার নিস্তার নাই।"

"সে এখন আগ্নেয়াস্ত্রে বলশালী।"

"হোক্, তথাপি সঙ্কল্পচ্যুত হবে না রাজপুত-বালক।"

"কিন্তু সে আগ্নেয়াস্ত্র লুণ্ঠনকারী—নবাব-প্রতিদ্বন্দ্বী-বাহিনীর অধিপতিনী—সেই রাজপুত-বালা।"

"হোক্, সে এখন রাজ-বিদ্রোহিনী। সেই দস্যু গর্ব্বে গর্ব্বিতাকে বন্দিনী করে রাজপদে উপহার দেব, তবে—তবে এ ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হবে আমার।"

"তোমার ইচ্ছা হচ্ছে ক্রোধে তাকে ভস্মীভূত করতে, কিন্তু আমার তা ইচ্ছা হচ্ছে না বালক।"

"তবে আপনার কি ইচ্ছে হচ্ছে নবাব, সেই রাজপুত-বালার বক্ষ-রক্ত পানের? তা হবার কথা—কিন্তু সে নারী।"

"আমার সে ইচ্ছাও হচ্ছে না।"

"তবে কি তার মুণ্ড ছিন্ন করে পদতলে নিষ্পেষিত করবার ইচ্ছা হচ্ছে? হতে পারে এ ইচ্ছা—কিন্তু নারী বধ!"

"না বীর-বালক, আমার সে ইচ্ছাও হচ্চে না।"

"তবে কল্পনা আমার পরাস্ত।"

"কল্পনা আমারও পরাস্ত। সেই রাজপুত-বালার এই অসম্ভব বীরপণায়—এই বীরহৃদয়-ভয়কারী দুর্দ্দম শমন সাহসের—এই নারী-শক্তির জীবন্ত জ্বলন্ত প্রদীপ্ত আদর্শের কি ভাবে পূজা করবো—কোন উপহারে উপহৃত করবো—কোন পুরস্কারে পুরস্কৃত করবো—কল্পনায় তা আনতে পারছি না বালক। সেই তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারিণী অসম সাহসিনী রাজপুত-নন্দিনীর প্রত্যেক কার্য্যটী আমি ভাবছি—আনন্দের আবেগে হৃদয় আমার ভরপূর হয়ে উঠেছে।

বাহবা রাজপুত-বালা, বাহবা! বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজ ধানীর মধ্যে সিংহিনীর ন্যায় পতিত হয়ে—বীর বিক্রমে নবাবের অস্ত্রাগার লহমায় লুণ্ঠিত করে চলে গেল! ধন্য ধন্য তোমার শক্তি সাহস।"

"শত্রু শত্রু। তা সে পুরুষ বা নারী—হীন বা মহান্ যাই হোক। অযথা শত্রু গুণগান পরাজিতের মুখে শোভা পায় না।"

"কি জান বালক, একটা বিরাট বিস্ময় কিছু দেখলে; একটা

অভিনব নূতনত্ব কিছু দেখলে মন পুলকে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই মহা-বীর্য্য-শালিনী, শমন-সাহসি রাজপুত-বালার এই অভিনবত্বে ভরা—নূতনত্বে গড়া কার্য্যকলাপে আমার হৃদয় মুগ্ধ। অজ্ঞাতে অজ্ঞানিতভাবে শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়েছে আমার চিত্ত। তাই ইচ্ছা আমার—এই ভূলোক-আদর্শময়ী, মর্ত্ত্য-আলোকময়ী, নারী-কুল-রাজ্ঞীর জ্বলন্ত বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বাপিত না করে—দীপ্ত শিখায় [illegible] করে জগৎ-বক্ষ আলোকোজ্জ্বল করি।'

"আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্য-কাহিনী অনবগত বঙ্গেশ্বর, তাই হিন্দু বীরাঙ্গনার এই কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হচ্ছেন। কিন্তু হিন্দু আমি, এ বিস্ময় ভাব—এ শ্রদ্ধার ভাব অন্তরে আমার জাগে নাই।"

"এমন বীরাঙ্গনা আরও আবির্ভূতা হয়েছিল আর্য্যভূমে?"

"শত শত।"

"তাহলে এই আর্য্যভূমিই বেহেস্ত! তাহলে ধন্য আমার জীবন, এই বেহেস্ত-সম অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হয়ে!"

"রাজার কর্ত্তব্য—বিদ্রোহের প্রশ্রয় দেওয়া নয়—দমন করা। প্রশ্রয়ে শত্রু-শক্তি বর্দ্ধিত হয়—লোকের অন্তরে রাজ-শক্তির হীনতার সন্দেহ জাগে—রাজ-শ্রদ্ধায় অল্পতা আসে।"

"আর যদি এক অবলা অনাশ্রয়া বালিকার শক্তি-শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে বাংলার নবাবের মহাশক্তি তার পশ্চাতে পশ্চাতে দেশে দেশে—দেশান্তরে মহা উন্মাদনায় রুদ্র তেজে প্রধাবিত হয়, তা হলে সে কি নয় রাজশক্তির হীনতা? সে কি নয় রাজার অনুদারতা?"

"শোন বালক! সেদিন তোমায় বলেছিলুম, তোমার ইচ্ছার গতিপথ বাংলার নবাব কখনও রুদ্ধ করবে না। আজও আমি তোমার ইচ্ছার পথ রুদ্ধ করব না। ইচ্ছা হয়, যাও তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে অবলা সরলা ললনা বিধ্বংসে—কিন্তু জয় পরাজয়ে তোমার, সমভাবে নবাব-ললাট কলঙ্ক লেপিত করবে। 'বালিকা-বিরোধী—নারী-প্রতিদ্বন্দ্বী নবাব সরফরাজ' এ কলঙ্কবাণী উপহাসে প্রজাকণ্ঠে নিনাদিত হবে। তাই বলি ক্ষান্ত হও এ রণ-আয়োজনে—প্রতিনিবৃত্ত হও এ হীন প্রতিশোধ পথ হতে, এই আমার অনুরোধ!"

"অনুরোধ! অনুরোধ!! অনুরোধ!!! বাংলার দোর্দণ্ড প্রতাপবান রাজাধিরাজের অনুরোধ। এক দীন হীন বালকের নিকট মহামান্য কোটী কোটী নরেশ্বরের শাসন নয়—অনুরোধ!' এ সামান্য নগণ্য ভৃত্যের কাছে বাংলার নবাবের আদেশ নয়—অনুরোধ!!

নবাব! নবাব। তুমি শুদ্ধ কল্পনার—শুদ্ধ ধারণার—তুমিই তোমার তুলনা। তোমার পদে দিয়েছি আমার অস্ত্রবল বাহুবল—উৎসর্গ করেছি আমার জীবন। আর কিছু নাই, কি দিয়ে অভিবাদন আজ করবো তোমায়? না না, আজ আর কুর্ণিশ নয়—সেলাম নয়—অভিবাদন নয়—আজ তোমায় ভক্তি-ভারাবনত অন্তরে প্রণাম করছি।"

এমন সময়ে সহসা দ্বার-প্রান্ত হইতে অস্ত্র ঝনাৎকার শব্দ সমুত্থিত হইল। উচ্চে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কোন হ্যায় ?"

"আমি বিজয়সিংহ।"

"বিজয়সিংহ! এস এস, কক্ষ-মধ্যে এস বন্ধু। অপেক্ষার কি প্রয়োজন? আমাদের প্রাসাদের সর্ব্বত্র, এমন কি আমার শয়নমন্দিরেও তোমাদের পিতা-পুত্রের অবাধ অপ্রতিহত গতি। তবে কেন এ আদেশ অপেক্ষায় অপেক্ষা করছিলে বন্ধু?"

"মহানুভব বঙ্গেশ্বরের এই অকৃত্রিম অন্তরের অনাবিল-করুণার জন্যই আজ পিতাপুত্রে ঐ পদে বিক্রীত।"

"আর আমি তোমার অন্তরের উদারতায়—মহত্ত্বের অত্যুচ্চ অফুরন্ত উচ্ছ্বাস-লীলায়—তোমার স্বর্গীয় প্রেম প্রীতির বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রীত। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতা নির্ণীত হয় না বন্ধু!"

"হয় বৈ কি নবাব। আপনি রাজা—আমি প্রজা; আপনি প্রভু—আমি ভৃত্য। ভৃত্য চির বিক্রীতই থাকে প্রভুর পাশে।"

"ও প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ রাজা-প্রজা বিচার নবাব-বাদশা বুলি এখানে কেন সখা? এখানে শুধু আমরা দুটী অন্তরঙ্গ বন্ধু—দুটি প্রীতি-প্রেমাবদ্ধ ভাই।"

বাংলার নবাবকে সামান্য প্রজা হয়ে কেমন করে 'ভাই' সম্বোধন করবো?"

"দেখ বিজয়সিংহ, প্রত্যেক জিনিষটীরই দু'টি দিক্ থাকে। ঐ চন্দ্র সূর্য্য দেখ্‌তে অতি মনোহর—মনোরম—মধুর। কিন্তু অন্য দিক দেখ—কেবল ধূ ধূ অনল—ধূ ধূ বালুকারাশি! পুষ্করিণী, শত

শতদল শোভায় ; শত শত ক্ষুদ্রোর্ম্মি-মালায় শোভিতা। কিন্তু অন্তর দেখ তার—কেবল আবর্জ্জনা—কেবল কর্দ্দমে—পঙ্কে পরিপূর্ণ। মানুষেরও ঠিক তাই। কিন্তু অভাগা নবাব বাদশাহের সে দু'টা দিকও নাই। অন্তর বাহির—অন্দর বাহির তাদের সমান!! বাহিরেও তাদের অশান্তি কোলাহল, অন্তরেও তাদের তাই! বাহিরেও সেই এক-ঘেয়ে বাঁধাবুলি—সাহান-সা, জাঁহাপনা, মেহেরবান্, খোদাবন্দ, অন্দরে আত্মীয়-মধ্যেও সেই বাঁধাবুলীর সম্ভাষণ। এই সব সাধা বুলী শুনে শুনে কর্ণ-কুহর বিরক্তিতে—অন্তর অতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। তাই বলি, যখন দরবারে বসবো, তখন ঐ সাধা বাঁধা বুলী বলো। কিন্তু এ আমার দরবার নয়—নির্জ্জন আগার। এখানে ঐ গম্ভীর বুলী ত্যাগে অন্তরের মুক্ত বুলী 'বন্ধু' বলে—ভাই বলে ডাক—জুড়াক কান—শীতল হোক প্রাণ !"

"নবাব, নবাব, যে মহাপ্রাণতা কখনও কোথাও দেখি নাই, যে উদারতা দেব-চিত্তে স্ফুরিত হয় নাই, সেই উদারতার মূর্ত্ত মূর্ত্তি আজ প্রত্যক্ষ দর্শনে আমার মনপ্রাণ—আমার ধ্যান ধারণা সব বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হোয়ে উঠেছে। কোন সজ্জিত ভাষার অভিভাষণে এ হৃদয়ের বিমল বিরাট উচ্ছ্বাস-ধারা ঐ পদে নিষ্কাষণ করবো নবাব, তা বুঝে উঠতে পারছি না।"

"অভিভাষণের ভাষা তো বলে দিয়েছি বন্ধু।"

"ভাই—ভাই—ভাই !"

"আবার আবার ঐ মধু-বর্ষিত অমিয়-সিক্ত অন্তরজাত ভাষায় ঐ অকৃত্রিম মধুরতা মিশ্রিত সম্বোধনে—আবার ডাক।"

"ভাই—ভাই—ভাই!"

"আঃ। আঃ! এতদিনে তৃপ্ত চিত্ত আমার—প্রীত কর্ণকুহর আমার। এতদিনে আমি ভাই লাভে ধন্য হলুম।"

"আর আমিও আপনার ন্যায় দেব-গুণবান মহৎ-মহান্ প্রাণ বঙ্গাধিপকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে বরেণ্য হলুম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আজ ভ্রাতৃ-প্রীতিলাভের দিনে এ অন্তর—এই মন্দির আনন্দ-প্লাবনে অভিসিক্ত করতে পারলুম না।"

"বাংলার প্রধান সেনাপতি তুমি, তোমার আশাপথ-ভঙ্গের কারণ?"

"কারণ—মসীময় বিপদরাশি আপনাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।"

"এ বিপদ-বাহী কে?"

"আলিবর্দ্দী!"

"বিপদ যে অচিরে আমায় গ্রাস করতে আসবে, তা আমি জানি। কিন্তু আমার আজ্ঞাধীন নফর আলিবর্দ্দী যে বিপদ-মূর্ত্তি ধারণে প্রভুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে, তা বুঝি নাই। শোন বিজয়সিংহ! স্বর্ণ-মণি-মালা-মণ্ডিতা—শত সহস্র নদ নদী পর্ব্বত-শোভিতা—লক্ষ শত কীর্ত্তি-কিরীটিনী, বীর-বীরাঙ্গনা-প্রসবিনী—স্বর্গ-স্বরূপিণী সুবিশাল-অঙ্গা ভারত-ভূমির অর্দ্ধ-অধিপতি আমি। এ হতে আর সাধনার—প্রার্থনার মানবের আর

কিছুই থাকতে পারে না—আমরও কিছুই নাই। এখন শুধু ইচ্ছা আমার বীর-ব্রতের সাধনা—রণ-মৃত্যুর বাসনা—ইতিহাস-বক্ষে বীরনাম রক্ষণের প্রার্থনা। সে আশাও আজ আমার অদূরাগত। তবে বীর আমি—কর্ম্মী আমি—রাজা আমি। শুধু শুধু নিষ্ক্রিয় দেব-নির্ভরশীল অকর্ম্মণ্যের মত—পশুর মত মরবো না। পুরুষাকারে জ্বলে উঠে—বীরের গর্ব্বে মেতে উঠে—নবাবের তেজে তেতে উঠে—যুদ্ধ করতে করতে নবাবের মহিমায় ডুবরো।"

"সহকারী সেনাপতি ?"

"নবাব !"

"তুমি যাও, সারা রাজ্যে এই মুহূর্ত্তে অনুচর প্রেরণ কর—আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাতাগণের আহ্বানে। প্রচুর পারিশ্রমিক দানে তাদের অস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে নিয়োগ কর। অচিরে শূন্য অস্ত্রাগার পূর্ণ করা চাই ই।"

নীরব অভিবাদনে সহকারী সেনাপতি বালক-বীর কক্ষত্যাগ করিল। নত নেত্রে নম্র স্বরে বিজয়সিংহ বলিলেন,—

"কিন্তু অস্ত্র নির্ম্মাণে বিপুল অর্থের আবশ্যক। রাজকোষাগার এ বিপুল অস্ত্র-নির্ম্মাণ ও সৈন্য ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হবে না।"

"এ অর্থের অনাটন পূর্ণ করবে শেঠ-ধনাগার। তুমি এই মুহূর্ত্তে স্বয়ং আমার দূতরূপে শেঠ-সদনে গমন করে, দ্বাদশ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা আমার নামে প্রার্থনা করবে।"

"সে কি ! এ অত্যাচার।"

"এ ন্যায় আচার। জগৎশেঠের নিকট আমার পিতার সাত-

কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা গচ্ছিত আছে। সেই সাত কোটি টাকা আর কর্জ্জ স্বরূপ পাঁচ কোটী টাকা চাইবে।

"যদি অর্থ প্রদানে অসম্মত হন, জগৎশেঠ ?"

"আমার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ প্রদানে অসম্মত হলে বুঝবে, তিনিই আলিবর্দ্দীর নিমন্ত্রণকারী। যদি রাজার বিপদে মহা-ধনবান জগৎ-শেঠ পাঁচ কোটী অর্থ প্রদানে অপারগ হন—তাহলে বুঝবে—আলিবর্দ্দীর শক্তি বর্দ্ধনে তার অর্থ ব্যয়িত। তাহলে সেই দণ্ডেই তাকে বন্দী করে দরবারে হাজির করবে। জেনো—জগৎশেঠ বাংলার শার্দ্দূল। সুযোগ বা সময় দিলে তাকে আর সহজে বন্দী করতে সক্ষম হবে না। তড়িতে—চকিতে বঙ্গকুবের বঙ্গেশ্বরকে বন্দী করা চাই-ই।

জেনো বীর, এই জগৎশেঠ-ই এ চক্রান্তের একমাত্র চক্রী।"

* সুজাউদ্দৌলা কেন যে শেঠ-ধনাগারে সাত কোটী টাকা গচ্ছিত রাখেন, তাহার হেতু ইতিহাসে উল্লেখ নাই। তবে সাধারণ জ্ঞানে অনুমিত হয়, পুত্রের নাবালকত্বে জগৎশেঠ-করেই এই বিপুল অর্থ গচ্ছিত রাখেন। কারণ, সরফরাজ ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবগণ জগৎশেঠকে বিশ্বাস করিতেন—মান্য করিতেন,—এমন কি অভিভাবকস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সেই সূত্রে এই অর্থ জগৎশেঠেরই নিকট তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী নবাব সুজাউদ্দৌলার পুত্রের ভবিষ্যত মঙ্গলহেতু গচ্ছিত রাখা অবিশ্বাস্য বা অসঙ্গত কল্পনা নয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঐ—ঐ—ঐ—ঐ যে আকাশে - ঐ যে বাতাসে মিশিয়ে আলোক-অঙ্গে—রূপ তরঙ্গে—লহর-রঙ্গে ঐ যে ছুটে চলেছে সতী। এস—এস সতী, যেও না যেও না! তোমার পাপী তাপী স্বামীকে ত্যাগ করে যেও না সতী। ওকি! ওকি ভ্রূভঙ্গী! ওকি রোষাগ্নি নয়নে বদনে তোমার! ওকি অগ্নি-ঝলক ঝলসিত সারা অঙ্গে তোমার! সম্বরণ কর সম্বরণ কর সতী ও রোষানল। একবার সদয়া হয়ে অভয়া মূর্ত্তিতে দেখা দাও! আর তোমায় বিধবা বলবো না—আর তোমায় অনাদর করবো না গৃহলক্ষ্মী! একবার মার্জ্জনা কর—একবার এস—সোহাগে আদরে তোমায় হৃদয়ে ধরে রাখবো—এস—এস সতীরাণী।"

"ভিষক্‌রাজ। ঐ শুনুন, ঐ শুনুন, আবার সেই প্রলাপ উক্তি। দিনান্তেও তার সহজ সংজ্ঞা নাই, সদাই অচেতন—সদাই এ প্রলাপ বচন। হে বৈদ্যরাজ, যদি আমার সন্তানকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন, তাহলে আপনার ইষ্টক-হর্ম্ম্য, স্বর্ণ-রৌপ্যে মণ্ডিত করে দেব!"

"কিন্তু শেঠজী, আপনার পুত্রকে আরোগ্য করতে এক দেবতা, আর, না হয় সেই দেবী-তুল্যা আপনার পুত্রবধূই পারেন। আমার শক্তির বহির্ভূত। সতীর কোমল-করস্পর্শে—সতীর চিত্ত শান্তিতে—এ ব্যাধির শান্তি হতে পারে—নতুবা নয়।"

"আমিও তা বুঝেছি বৈদ্যরাজ। বুঝে চতুর্দ্দিকে বহু চর, বহু দূত, বহু বন্ধু বান্ধব প্রেরণ করেছি—সেই সতীর সন্ধানে। কিন্তু দিনের পর দিন গত, আজও তার সন্ধান নিয়ে কেউ প্রত্যাবর্ত্তন করলে না। আজ বুঝেছি—সতীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস —সতীর অশ্রুপাত যুগে যুগে ব্যর্থ হয় নাই—ব্যর্থ হবেও না। সতীর অভিশাপে দেবতা রামচন্দ্রও আত্ম-বিস্মরণ হয়েছিলেন। আমি তো তুচ্ছাদপি তুচ্ছ মানব—আমি কেমন করে সেই সতীর প্রবল রোষানল ধারণ করবো।"

"সত্য বলেছেন শেঠ্‌জী। কিন্তু এ জ্ঞান পূর্ব্বে প্রাপ্ত হলে আজ পুত্র-প্রাণনাশঙ্কায় আর্ত্তনাদ করতে হতো না। এখন আকুল প্রাণে দেবতার স্মরণ করুন। দেব-করুণা ব্যতীত অথবা সতী-প্রীতি ব্যতীত অন্য ঔষধ আর নাই।"

এমন সময়ে জনৈকা পরিচারিকা চঞ্চলপদে ব্যাকুলভাবে কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বিরক্তিভরে জগৎশেঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি চাও তুমি?"

"প্রভুর সাক্ষাতে—নবাবের দূতরূপে প্রধান সেনাপতি স্বসৈন্যে প্রাসাদ-দ্বারে আপনার আগমন অপেক্ষা করছেন।"

"সে কি! স্বসৈন্যে নবাব দূত! এ আবার কি ব্যাপার! ভিষক্‌রাজ, আপনি রোগী-পার্শ্বে আমার অনাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।—দেখে আসি, অস্থিরচিত্ত অত্যাচারী নবাব কি উদ্দেশ্যে কোন প্রয়োজনে সৈন্যসহ দূত প্রেরণ করেছে।"

শঙ্কা-শঙ্কিত বক্ষে কম্পন-কম্পিত পদে শেঠজী দ্রুত কক্ষ-ত্যাগে বহির্ব্বাটীতে পদার্পণে দেখিলেন,—সত্যই প্রায় পঞ্চশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ নবাবের নবনিয়োজিত প্রধান সেনাপতি দণ্ডায়মান। শঙ্কা সংগোপনে বিস্ময় দমনে শেঠজী বলিয়া উঠিলেন,—

"এ কি শুভ সূর্য্যোদয় আজ শেঠের ললাটভাগে! এ কি গৌরব আজ শেঠ-ভবনের! বাংলার দ্বিতীয় নবাবতুল্য পদাসীন, সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির আজ কোন মহাপ্রয়োজনে—দীনের কুটীরে পদার্পণ?"

"আমি আমার নিজের কোন প্রয়োজনে আসি নাই, শেঠজী।"

"তবে?"

"এসেছি—নবাব-বার্ত্তা বহনে।"

"কি সে বার্ত্তা?"

"ভূতপূর্ব্ব নবাব সুজাউদ্দৌলার গচ্ছিত সপ্ত-কোটী স্বর্ণমুদ্রা তাঁর পুত্র বর্ত্তমান নবাব সরফরাজ—পিতার গচ্ছিত-অর্থ প্রত্যর্পণের প্রার্থনা জানিয়েছেন—আর—"

"আরও আছে!"

"হাঁ। আর তিনি কর্জ্জস্বরূপ পাঁচকোটী মুদ্রা চান। এই দ্বাদশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা এই মুহূর্ত্তে আপনাকে প্রদান করতে হবে—এই নবাবের আদেশ।"

"সহসা এ বিপুল অর্থ কেমন করে সংগ্রহ করবো?"

"আপনার ধনাগার অফুরন্ত।"

"সহসা এককালীন এ বিপুল অর্থের প্রয়োজন ?",

"প্রয়োজন আপনি কি অবগত নন, শেঠজী ?"

"শুনেছি, আলীবর্দ্দী বঙ্গ-আক্রমণে অভিযান সজ্জিত করছে ; অনুমান, রণ-ব্যয়ে এ অর্থ প্রয়োজন।"

"আপনার অনুমান যথার্থ।"

"কিন্তু নবাব-কোষাগার কি শূন্য ?"

"নবাব-কোষাগার শূন্য না হলেও—নবাব-অস্ত্রাগার শূন্য। শূন্য অস্ত্রাগার পূর্ণ করতে বিপুল অর্থের অচিরে আবশ্যক। চতুর্দ্দিক হতে প্রায় লক্ষাধিক অস্ত্র-নির্ম্মাতা এসেছে। নবাব-কোষাগারে যে অর্থ আছে, সে অর্থ অস্ত্রনির্ম্মাণ কার্য্যেই নিঃশেষিত হবে। রসদ-সংগ্রহ—সৈন্য-বেতন হয়, হস্তী ক্রয়ের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন।"

"নবাবের অনন্ত আগ্নেয়াস্ত্রময় অস্ত্রাগার শূন্য হলো কিরূপ ?"

"লুণ্ঠনে।"

"লুণ্ঠনে! একি বিস্ময়কর কথা ? কে এমন অসীম সাহসী মৃত্যুপ্রয়াসী—নবাব আগ্নেয়-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলে ?"

"আপনারই পুত্রবধূ!"

"আমার পুত্রবধূ! সেনাপতি, আপনি অসীম রাজশক্তির অধিপতি। আপনি অসংখ্য সৈন্যের ভাগ্য-পতি। এরূপ রহস্য আপনার মুখে শোভা পায় না।"

"রহস্যের জন্ম আমি আসি নাই শেঠজী।"

"আমাম পুত্রবধূ জীবিতা?"

"হাঁ।"

"শুনেছেন, না দেখেছেন?"

"আমার পুত্র দেখেছে।"

"কোথায়?"

"ভাগীরথী-তীরে।"

"তার এ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য?"

"আপনাদের অপদার্থ—হীনশক্তি জ্ঞানে নিজেই প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।"

"নবাবের অস্ত্রাগার একাকিনী লুণ্ঠন করতে পারে নাই। নিশ্চয়ই লোকবল তার পশ্চাতে তার সহায়ে ছিল। সে এই সহায় কোথা থেকে পেলে?"

"তা জানি না।"

"বাঃ—বাঃ। সার্থক আমি দেবী-শক্তি-সঞ্চারিনী কুললক্ষ্মী লাভ করেছিলুম।"

"আমার বিলম্বের অবসর নাই শেঠজী, উত্তর দিন।"

"অর্থ-প্রদানে বর্ত্তমানে আমি অক্ষম।"*

---

* সত্যই জগৎশেঠ এই গচ্ছিত অর্থ সরফরাজকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। তাহার হেতু বোধ হয় সরফরাজের প্রতি ক্রোধ ও সরফরাজের অর্থাভাবে শক্তি হ্রাস।

"তবে আপনাকে দরবারে যেতে হবে শেঠজী।"

"সে কি বন্দীরূপে ?"

"স্বেচ্ছায় না গেলে—তাই !"

"কিন্তু অর্থ আমার নাই !"

"আমি বিচার করতে আসি নাই।"

"আমার পুত্র মরণোন্মুখ।"

"আপনার প্রায়শ্চিত্ত !"

"কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?"

"সতী নির্য্যাতনের !"

"আমি পুত্রকে একবার দেখে আসি।"

"সে আদেশ নাই। মাফ করবেন শেঠজী।"

"তুমি সয়তান !"

"যে এক কুসুম-কোমলা কমল-কলিকাতুল্যা বালিকাকে পদ-দলিত করে নিক্ষেপ করতে পারে—সে কি শেঠজী ?"

"তুমি যবনের গোলাম।"

"হলেও—তোমার মত পিশাচের গোলাম নই।"

"স্তব্ধ হও সেনাপতি।"

"সতী-পীড়কের রক্ত চক্ষু দর্শনে মানুষের বক্ষে শঙ্কার সঞ্চার হবে না শেঠজী। আমি তর্ক চাই না—বাক্যও চাই না। আমি শুধু শুনতে চাই, সহমানে আপনি আমার অনুজ্ঞাবর্ত্তী হবেন ; না, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে পশুসম অশ্বপৃষ্ঠে বাহিত করে নিয়ে যেতে হবে, তাই জানতে চাই।

"উত্তম, চল। কিন্তু জেনো সেনাপতি, জগৎশেঠ শৃগাল নয়, কেশরী! দিল্লীশ্বরের অভ্রভেদী শিরও এই জগৎশেঠের নিকট আনত। একদিন না একদিন এই বৃদ্ধ কেশরীর হুঙ্কার নিনাদে মূৰ্চ্ছিত হবে— যবন গোলাম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"কাজটা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই, জাঁহাপনা।"

"ন্যায় অন্যায় বিচারকর্ত্তা প্রজা নয়—রাজা। এ কথাটা বৃদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অন্যায় হলেও অনুপায়ে এই অন্যায় করতে হচ্ছে উজীর!"

"কিন্তু আমি উজীর—মন্ত্রণা দানই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

"তোমার মন্ত্রণার প্রার্থী তো আমি হই নাই উজীর!"

"না হলেও, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে—রাজার শুভার্থী প্রজা হিসাবে—রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের—রাজার কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য কর্ম্মের আলোচনা বা মন্ত্রণাদানের অধিকারও কি আমার নাই বঙ্গেশ্বর?"

"আছে। কিন্তু সে আলোচনা সে মন্ত্রণা গূঢ়ত্ব গভীরত্বময় হ'লে।"

"সেই গূঢ় উদ্দেশ্যে—সেই গম্ভীর চিন্তাতেই বলছি, দিল্লীশ্বর-

মানিত—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পূজিত—লোকমান্য ধন-পতি জগৎশেঠকে অপমানে দরবারে আনয়নের আদেশ দান—সসৈন্যে সেনাপতিকে প্রেরণ আপনার অনুচিত হয়েছে।”

“তবে কি তুমি বল্‌তে চাও—শঙ্কায় সেই ধনপতির পূজা করতে? প্রজার পূজা রাজা যদি করে, তার চেয়ে রাজদণ্ড পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।”

“মানীর মান্য বর্দ্ধন—রাজারই কর্ত্তব্য। গুণীর পূজা—রাজারই নীতি। বিদ্যার সম্মান-দান—রাজ-বিধান।”

“আমি তো সে মান্য-দানে কৃপণতা করি নাই। আমি কেবলমাত্র আমার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য পিতৃ-গচ্ছিত সাতকোটী স্বর্ণমুদ্রা ও কর্জ্জস্বরূপ পাঁচকোটী—এই দ্বাদশ কোটী স্বর্ণ-অর্থ প্রার্থনায় প্রেরণ করেছি, বিজয়সিংহকে। অর্থ-প্রদানে অসম্মত হলে, তখন দরবারে আনয়নের আদেশ আছে।”

“এককালীন এ বিপুল অর্থ প্রদানে শেঠজী অপারক হতে পারেন।”

“এই অনুমান—এই ধারণা—এই কল্পনা নিয়ে তুমি বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার উজীর হয়েছ? তুমি উজীর, সে শুধু একটা দরবারের সজ্জিত সচল শোভা মাত্র। নদী গর্ভ হতে শতকোটী মানব অবিরাম করছে বারি পান—অবিশ্রান্ত বহন করছে তার নীর—তবুও বারি-বাহিনীর বক্ষ পূর্ণ—তবুও তার অঙ্গ-পরি-পূর্ণায়ত। সেইরূপ জগৎশেঠের ধনাগার অনন্ত ঐশ্বর্য্যে সদা পূর্ণ। দ্বাদশ-কোটী অর্থে তার ধনাগার শূন্য হবে না—হতে

পারে না। এই যে—এই যে শেঠজীকে নিয়ে এসেছ বিজয় সিংহ। আসুন শেঠজী, আসুন। শৃঙ্খলহীন অবস্থায় আপনার আগমনে বড় প্রীত হলুম।”

“আমায় এ ভাবে অপমান করবার হেতু কি বঙ্গেশ্বর?”

“অপমান! অপমান কে করেছে শেঠজী? আপনি ধনপতি—এ জগতে ধন আছে যার, সবইতো তার আজ্ঞাধীন।”

“এ শ্লেষ উক্তি বৃদ্ধের প্রতি প্রযোজ্য—বড় নিন্দনীয় নবাব!”

“সহজ সরল সত্য বাক্য শ্লেষরূপে গ্রহণ করাও বৃদ্ধের নিকট বড় নিন্দনীয়।”

“এ শ্লেষ নয়তো কি নবাব? জগৎশেঠ জগৎপূজ্য—যার সম্মান আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গাধিপতিগণ সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বতোভাবে করে এসেছেন, সেই জগৎশেঠকে আপনি বন্দী করে হীন অপরাধীর ন্যায় দরবারে আনয়নের আদেশ করেছেন।’

“আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন শেঠজী। আমি কেবল মাত্র আমার প্রাপ্য অর্থ প্রার্থনা করেছি। কর্জ্জের অর্থ দেওয়া না দেওয়া অবশ্য আপনার ইচ্ছাধীন! দেওয়ায় রাজপ্রীতির পরিচয়—না দেওয়ায় রাজ-অপ্রীতির প্রকাশ হলেও অপরাধী হ’তে পারেন না। কিন্তু আপনি আমার ন্যায়তঃ প্রাপ্য অর্থ প্রদানে বাধ্য। সেই অর্থ প্রদানে অসমর্থ হ’লে তখন আপনাতে অপরাধ স্পর্শাবে—তখন অপরাধীরূপে আপনাকে বিচারার্থে, অপরাধীরূপে দরবারে আনয়নে আদেশ করেছি। আপনি আমার প্রাপ্য অর্থ প্রদান সত্ত্বেও—যদি আপনার ন্যায় মহা অর্থ-পতিকে অসম্মাননায়

দরবারে সেনাপতি আনয়ন করে থাকেন—তবে মানীর অযথা মান্যনাশে সেনাপতি অবশ্য অভিযুক্ত হবেন।"

"আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব আমার নিকট সাত-কোটী টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন—এ কথা সর্ব্বজন বিদিত। কিন্তু এ বিপুল অর্থ সহসা সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ।"

গচ্ছিত দ্রব্যাদি বা ধনসম্পত্তি ব্যয়িত করার অধিকার কারও থাকে না। সে হিসাবেও আপনি নিরপরাধী। আমি রাজা—সেই অপরাধ বিচারে অপরাধীর আহ্বান বা অররাধীর দণ্ড বিধান—অত্যাচারের নামান্তর হয় না শেঠজী। সুতরাং আপনি অর্থ প্রদান না করলে আমায় অপরাধের বিচার করতে হবে—অপরাধ অনুযায়ী অনুশাসন করতে হবে—অর্থপ্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।"

"আমার পুত্রের জীবন-নাশক ব্যাধির জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় ধনাগার আমার শূন্য।"

"আপনারা সভাস্থ সকলে শুনুন। শেঠ্‌জী স্বয়ং সুস্থচিত্তে স্বীকার করছেন—তাঁর ধনাগার শূন্য। উত্তম, ধনাগারে আমার প্রয়োজন নাই। বিজয়সিংহ, শেঠ্‌জীর ধনাগার যখন অর্থহীন, তখন তুমি শেঠ-বাস-ভবনের দ্রব্য-সম্ভার বিক্রয়ে সপ্ত ক্রোড় টাকা সংগ্রহ কর।"

"নবাব, আমার শুভ্রোজ্জ্বল যশোশ্রীর অঙ্গ অপমাননায় কালিমা-মণ্ডিত, দীপ্তি-হীন, জ্যোতিহীন করবেন না।"

"ইচ্ছা না থাকলেও আজ করতে হচ্ছে শেঠজী। নতুবা

উপায় নাই। আসন্ন সমর—বিপুল অর্থের প্রয়োজন—তাই এইরূপ পন্থা গ্রহণ। আর এ পন্থা অবলম্বনে আমার কোন নিন্দা নাই।"

"তাই যদি হয় নবাব, আমার রত্ন-সম মূল্যবান বিলাস দ্রব্যাদি বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহের সঙ্কল্প যদি করে থাকেন—তাহলে প্রাসাদ-শোভা-বর্দ্ধক দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রয়োজন নাই। তাহলে আমি স্বয়ং আমার নিজ ব্যবহার্য্য বহুমূল্য রত্ন আভরণ—মুক্তা-ভূষণ—কনক-কেতন প্রভৃতি বিক্রয়ে অর্থ প্রেরণ করছি।"

"তা'হলে আপনার অন্তঃপুরললনাগণের আভরণ—আপনার প্রাসাদের অঙ্গ-ভূষণ—আপনার হেম-হর্ম্মোর হেম-পুত্তলি প্রভৃতির মূল্য এমন শত ত্রি-সপ্ত কোটী হতে পারে শেঠ্‌জী ?"

"পারে।"

"তাই বলুন। আর আপনিও এই কথা শুনুন সচীব। তা'হলে বিজয়সিংহ, শেঠজীর সমুদয় দ্রব্য-সম্ভার আভরণ-রতন-ভূষণ সংগ্রহে বিক্রয় কর। তাহলে আমাদের আর অর্থের জন্য চিন্তা নাই।"

"একি অন্যায় আদেশ নবাব !"

"রাজার বিপদে প্রজা অর্থ দেবে, এর আর অন্যায় কি ?"

"রাজার বিপদে সাহায্য করা না করা প্রজার ইচ্ছাধীন। প্রজার স্বাধীন ইচ্ছায় রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার নাই।"

"রাজার বিপদে প্রজা হাস্য-লাস্যের লহর তুলবে—উচ্ছ্বাস উল্লাসের উৎস ছোটাবে—আর রাজা তাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা

হয়ে ম্লানমুখে তাদের সেই উল্লাস বর্দ্ধনের জন্য সুযোগ সুবিধা অর্পণ করবে, শেঠজীর এই বিধান—কেমন ?"

"ভক্তি প্রীতি প্রেম ;—শক্তিতে আহরিত হয় না।"

"মানুষের কাছে হয় না! কিন্তু সয়তানকে বশীভূত করতে গেলে চাই নির্ম্মমতা—চাই নিষ্ঠুরতা—চাই কঠোরতা।"

"সয়তান কে ?"

"আপনি!"

"আমি ?"

"হাঁ, আপনি !"

"এ অপমান-বাণী আর কখনও ঐ সিংহাসন থেকে উচ্চারিত হয় নাই।"

তখন সয়তানেরও আবির্ভাব হয় নাই। আজ সয়তানের উৎপত্তি হয়েছে—তাই এ বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। বল্‌তে পারেন শেঠজী, সামান্য ভৃত্য হয়ে—নগণ্য ব্যক্তি হয়ে, ধনহীন সৈন্যহীন বলহীন আলিবর্দ্দী এ অর্থবল—সৈন্যবল কোথা থেকে সংগ্রহ করলে ?—এ অসম্ভব সম্ভবের ইচ্ছা কেমন করে সহসা উদিত হলো ?"

"পুরুষকারে সবই সম্ভব হয়।"

"তাই আমিও পুরুষকার অবলম্বনে চেষ্টা করে দেখি—যদি আলিবর্দ্দী-আক্রমণ প্রতিহতে রাখতে পারি বঙ্গ-সিংহাসন।

যাও বিজয়-সিংহ, অবিলম্বে শেঠ-ভবনে যাও। যাবতীয় বিলাস দ্রব্য—মণিময় মণ্ডিত আভরণ আহরণে বিক্রয় কর। তবে

পুর মধ্যে প্রবেশ করো না। তর্জ্জন গর্জ্জনে পুরনারীদের অঙ্গ-আভরণ উন্মোচন ও আধার ভূষণ নিষ্কাসনে প্রদান করতে বল্‌বে। যাও, বিলম্ব করো না।"

"নবাব, আমার বাটীতে পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই।"

"কেন, তোমার পুত্র?"

"মৃত্যু-শয্যাশায়ী।"

"আর – আর তুমি আমার বন্দী।"

"নবাব, একবার—শুধু একবার আমায় পুত্রকে শেষ দেখা দেখে আস্‌তে দাও।"

"হা—হা—হা! শেঠজী, রাজদ্রোহীতাও একটা মহাপাপ। সেই পাপের তোমার এই আরম্ভ। শোণিত-পিপাসী পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীকে নিজের সংহারার্থে কেউ পিঞ্জর-মুক্ত করে দেয় না—আমিও দিলুম না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"জননী।'

"এই যে এসেছ পুত্র! আমি তোমারই আগমন আশায় আকুল অন্তরে অপেক্ষা করছিলুম। কখন এলে সর্দ্দার?"

"এইমাত্র।"

"সংবাদ সব সংগ্রহ হয়েছে?"

"হাঁ, মা।"

"শুভ না অশুভ?"

"শুভ।"

"রাজধানীতে প্রবেশ করেছিলে?"

শুধু রাজধানীতে নয়—দরবারে পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছিলুম।"

"দুঃসাহসিকের কার্য্য করেছিলে। মুর্শিদাবাদের সংবাদ কি?"

"মা, সতীর অভিশাপ দীর্ঘশ্বাস কি কখনও বিফল—নিষ্ফল হয়? সতীর সহায় স্বয়ং শিবানী। তাই আজ তোমার শ্বশুরের অর্থ-সাহায্যে পরিপুষ্ট আলিবর্দ্দী, নবাব সরফরাজকে আক্রমণে বিপুল, বিশাল, অগণন সৈন্য সহ বঙ্গে আগত।"

"তারপর?"

"আর তোমার শ্বশুর ঠাকুর—নবাবের বন্দী।"

"বন্দী! মহামান্য, সর্ব্বজনবরেণ্য, কমলার প্রিয়তম সন্তান জগৎশেঠ, নবাবের বন্দী! কোন অপরাধে পুত্র?"

"ষড়যন্ত্র প্রকাশে। শুধু তাই নয় মা—তাঁর প্রাসাদও লুণ্ঠিত।"

"মর্ত্ত্যের ইন্দ্র-ভবন তুল্য শেঠ-প্রাসাদ লুণ্ঠিত! কে এই লুণ্ঠনকারী?"

"স্বয়ং নবাব।"

"এ লুণ্ঠনও কি ষড়যন্ত্রের অপরাধে?"

"না। আমরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করি। অর্থাভাবে সে শূন্য

অস্ত্রাগার পূর্ণ হচ্ছিল না। তাই অর্থাশায় নবাব-আজ্ঞায় প্রাসাদ তাঁর লুণ্ঠিত।"

"ওঃ, কবে—কবে হিন্দু—নবাবের অত্যাচার-কবল মুক্ত হবে সর্দ্দার?"

"যেদিন হিন্দু নিজের অনন্ত শক্তির স্বরূপ বুঝবে—যেদিন নিজের শক্তিকে বিরাট বিপুল ভাব্‌বে।"

"কবে সেই শুভ সুদিন আবার উদয় হবে?"

"যেদিন নবাবের অত্যাচার চরম সীমা উত্তীর্ণ করবে—যেদিন হিন্দু অন্নাভাবে জীর্ণ—বস্ত্রাভাবে বল্কল পরিধান করবে—যেদিন তাদের নয়ন-সম্মুখে জননী, ভগিনী সহধর্ম্মিণী ধর্ষিতা হবে—দেব-স্থান পদাঘাতে চূর্ণিত হবে—সেই দিন এ জাতি ক্ষিপ্ত—তপ্ত হবে!"

"সে কলঙ্ক আর্য্য-সন্তানের ললাটে আপতিত হবার পূর্ব্বে অতল জলধিজলতলে যেন এ হিন্দুস্থান নিমজ্জিত হয় এই বিধাতাপদে প্রার্থনা করি। তারপর আর কি সংবাদ?"

"আর কি সংবাদ চাও মা?"

"তারপর আমার……আমি সধবা না বিধবা?"

"সধবা।"

"দেখা পেয়েছিলে?"

"না।"

"তবে?"

"শুনেছি।"

"পুত্র, ভিখারিণী জননী আমি তোর, পুরস্কার আর কি দেব, শুধু অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

"তোর আশীর্ব্বাদই যে আমার ত্রিদিবের ঐশ্বর্য্য। তোর আশীর্ব্বাদ ভিন্ন এ দীন সন্তান আর কিছুই চায় না।

তারপর শোন মা, প্রত্যাবর্ত্তনকালীন—কৌতূহলে গেলুম আমাদের পরিত্যক্ত সেই অরণ্যাণী মধ্যে। কিন্তু সে অরণ্য দর্শনে বুঝলুম—নবাব-সৈন্য সেখানে পদার্পণ করে নাই। করলে—নবাব-সৈন্য-পদ-চাপে অরণ্য দলিত মথিত, লতা-গুল্ম ভূ-লুণ্ঠিত হতো। দেখলুম, ধনরত্নও পূর্ব্বস্থানেই—পূর্ব্ববৎ ভাবেই আছে। তারপর তোর নির্দ্দেশিত স্থান খননে, তোর আভরণ-রাজি নিয়ে এলুম—তোরে আজ জগৎ-জননী সাজে সাজাতে। আজ এই হেম আভরণরাজিতে একবার সাজ মা, হরমোহিনী মূর্ত্তিতে; আজ দেখি একবার মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রতিমা সুন্দর—কি আমার এই সজীব মা সুন্দর!"

"বৃক্ষতলবাসিনীর অলঙ্কার কণ্টক, লতা! প্রতিহিংসা-পরায়ণা রমণীর আনন্দ—অরাতি রুধির দর্শনে; নখাঘাতে হৃৎপিণ্ড উৎপাটনে। পতি-পরিত্যক্তার শোভা সৌন্দর্য্য—বল্কল পরিধানে; ভস্ম বিলেপনে। যেদিন প্রতিহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপন হবে, সেদিন তৃপ্ত প্রতিহিংসায় উল্লাসে অট্টহাস্য করবো—আনন্দে ঘোর রোলে করতালি দেব। সেইদিন—সেইদিন তোমার মণিময় আভরণ অঙ্গে পরে স্বামীর উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম করবো। এখনও আভরণে অঙ্গ শোভিত করবার শুভ সময় আসে নাই পুত্র। এখন আমাদের

সম্মুখে কঠোর কর্ত্তব্য দণ্ডায়মান। এখন আমাদের উদ্দেশ্য-পথ কণ্টক-বিস্তীর্ণ। এখনও আমাদের প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ।

শোন পুত্র, এইবার মহাসুযোগ দেব-কৃপায় আমাদের সম্মুখে সমাগত। এ সুযোগ দুর্ব্বলতায়—অলসতায়—অবসাদে অবহেলায় হারালে, সারা জীবনে আর তার পূরণ হবে না। যদি সতীর মঙ্গল প্রার্থনার মূল্য থাকে—যদি জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণের আন্তরিক অভিলাষ থাকে—তবে শোন পুত্র আদেশ আমার, ঐ অরণ্যস্থিত অতুল অর্থে চতুর্দ্দিক হতে রসদ সংগ্রহ করে এক স্থানে সঞ্চিত কর। আগ্নেয়াস্ত্রে তোমার সহচরদের সু-শিক্ষিত কর—আয়ুধ-সংখ্যা বার্দ্ধত কর। তোমার শমন-সম অনুচরদের মরণে নিঃশঙ্ক—যুদ্ধে নির্ভীক কর; তাদের উৎসাহিত উত্তেজিত উদ্দীপিত কর; যেন তারা অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থেকে শত্রুর অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়—যেন তারা জননীর প্রতিজ্ঞা পালনে—জীবন দানে কাতরতায়, বেদনায় নত হয়ে না পড়ে—এই আমার আদেশ।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"সৈন্যগণ, ছুটে চল সাগর-তরঙ্গের মত · মেতে ওঠো বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসের মত—দীপ্ত হয়ে ওঠো অনলের মত। কর আক্রমণ তোমাদের নবাব-অরি—কর রক্ষা তোমাদের উদার প্রভুর মহান্ মান—মহৎ প্রাণ।

এ কি! কেন হেন ভাব! কেন হেরি ম্রিয়মাণ—! কণ্ঠে কেন নাই কেশরী-হুঙ্কার! অস্ত্রে কেন নাই উচ্চ-ঝঙ্কার! একি বিপরীত ভাব দেখি নয়নে বদনে তোমাদের?"

"হে বীর, আপনি আমাদের বর্ত্তমান আদেশদাতা হলেও আপনি আমাদের শিক্ষাদাতা গুরু নন্। আমাদের শিক্ষাদাতা গুরু ঐ দেখুন,—বিপক্ষ বাহিনী সম্মুখে স্ফীতবক্ষে—উন্মুক্ত করাল করবাল-করে—মধ্যাহ্ন-তপন-তুল্য দণ্ডায়মান। সেই গুরুর বিরুদ্ধে—সেই শিক্ষাদাতার জীবন হননে কাতর অন্তর—কম্পিত কর আমাদের।"

"এই যদি হয় এ নিরুৎসাহের কারণ—তবে অবিলম্বে সে কারণ দূরে অপসারিত করছি। দ্বৈরথ সমরে সংহার করবো—ঐ কর্ম্ম-চ্যুত প্রভুদ্রোহী সেনাপতি ওমরআলিকে—দূর করবো তোমাদের নিষ্প্রাণতার হেতুকে!"

বীরেন্দ্র-কুল-ভূষণ, নরকুল-কেতন নবাব-সেনাপতি বিজয় সিংহ, কর্ম্মচ্যুত নবাব-সেনাপতি—বর্ত্তমান বিপক্ষের প্রধান সেনা-নায়ক ওমরআলির বধাশায় হুতাশন তেজে, প্রভঞ্জন বেগে অশ্ব ছুটাইলেন।

হুঙ্কারোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিজয়সিংহ ডাকিলেন,—

"প্রভুদ্রোহী ওমর আলি, আজ তোমার অন্তিম দিন। ঈশ্বর আহ্বানের ইচ্ছা যদি থাকে—ডেকে নাও। দেবতার ভৃত্য আমি—অনুদার নই—সময় দিচ্ছি।"

শ্লেষ-তীব্র হাস্যে, তাচ্ছিল্য নির্ঝরিত স্বরে ওমর বলিলেন,—

"যারা পর-পদানত, যারা বেতনভোগী ভৃত্য, তাদের মুখে উদার বাক্য—শিশুর মুখে ধর্ম্মকথার মত। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে, মানব-বুদ্ধি এমনিই বিকৃত হয়। তোমারও তাই হয়েছে।"

"এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই হিন্দুরই বাহুবলে। প্রথম ভারতবর্ষে মাড়বার পতি জয়চাঁদ করেছিলেন মুসলমানের আহ্বান—প্রতিষ্ঠা পরিস্থাপন। আর বাংলায় লক্ষ্মণসেন-সেনাপতি পশুপতি করেছিলেন—মুসলমান-বীজ বপন। সেই বীজ আজ ফলে ফুলে মহা মহীরুহে ব্যোমস্পর্শে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—সে শুধু হিন্দুর বক্ষ রুধিরে পরিবর্দ্ধিত—পরিপুষ্ট হয়ে। আর আলিবর্দ্দীর এই বঙ্গে আগমন—এই রণ-আয়োজন—তোমায় সেনাপতি পদে বরণ—এই হিন্দুই করেছে তার ভিত্তি গঠন! সেই হিন্দুর নিন্দাবাণী উচ্চারণে—মানুষের হৃদয় যদি হতো, তাহলে বক্ষ বিক্ষোভিত হয়ে উঠ্‌তো। হিন্দু-নিন্দক, তোমার অযথা নিন্দার ফল গ্রহণ—আর হিন্দুর বাহুবল প্রত্যক্ষ দর্শন কর।"

উভয় বীরে দ্বৈরথ সমর বাধিল। উভয়ের অস্ত্র ঠন্‌ঠনির ঝঙ্কার—উভয় বীরের বজ্র-আরাব তুল্য হুঙ্কারে রণস্থল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষই নিরুদ্ধ গতিতে—নিরুদ্ধ অস্ত্রে সে অপূর্ব্ব রণ দেখিতে লাগিল। আলিবর্দ্দী স্বয়ং দূর হইতে সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

দাম্ভিক, আত্মম্ভরী পাঠান সেনাপতি, শুধু গর্ব্বে দর্পে বিজয়-সিংহের বক্ষ-বিদারণেই সতত চেষ্টিত, কিন্তু আত্ম-প্রাণ রক্ষণে নিশ্চেষ্ট। এই নিশ্চেষ্টতাই তাঁর কাল হইল। অচিরাৎ যুদ্ধ-

প্রারম্ভেই বিপক্ষের প্রধান সেনাপতি ওমর আলির পতন হইল। তৎদৃষ্টে উভয় পক্ষই সরোষে সতেজে সবেগে অস্ত্র নিষ্কাসন করিল।

বিজয়সিংহের বাহিনী ছিল পশ্চাতে—তিনি ছিলেন অগ্রে। ওমর আক্রমণে ভবিষ্যৎ চিন্তা বিরহিত হইয়া আরও অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

স্বীয় সেনাপতি হন্তারক বিজয়সিংহকে আক্রমণে এক-কালীন বহু তরবারি ঝন্ ঝন্ শব্দে পিধান মুক্তে শূন্যে উত্থিত হইল। তথাপিও বীর বিজয়সিংহ পলায়নে স্বীয় বাহিনীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না। সম-সাহসে, সমদার্ঢ্যে নিষ্কোসিত অস্ত্র করে দণ্ডায়মান রহিলেন। আলিবর্দ্দীর বাহিনী এই সুযোগে বিজয়সিংহকে জালাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় পরিবেষ্টনে, স্বীয় প্রভুর প্রতিশোধ—বিজয়সিংহের বক্ষদীর্ণে গ্রহণ করিল। যুদ্ধ প্রাক্কালেই উভয় পক্ষের প্রধান সেনাপতিদ্বয়ের পতন হইল। বিপক্ষ বাহিনীর সেনাপতি ওমর ভূ-লুণ্ঠিত হইলেও সৈন্যদল নিরুৎসাহিত হইল না। সেই মুহূর্ত্তেই মহা বিচক্ষণ আলিবর্দ্দী নূতন সেনাপতি নিয়োগ করিলেন। স্বয়ং উত্তেজনা উৎসাহদানে সৈন্য-হৃদয় আশান্বিত অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু কাণ্ডারীহীন নবাব-বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই উৎসাহ-বিহীন, নিরাশা-নিপীড়িত হইল

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"এখন আর এ অশ্রু কেন বঙ্গেশ্বর? তবে হাঁ, এখনও উপায় আছে, যদি সন্ধি করেন। যদি আলিবর্দ্দীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন যদি তাঁর ব্যয় বহন করেন।"

"কি বল্লে উজীর! জীবনাশঙ্কায়, প্রাণ-প্রিয় পশুর মত, আজ্ঞাবাহী ভৃত্য আলিবর্দ্দীর নিকট দীনভাবে—নতশিরে যুক্ত দুই করে করুণা-কণা ভিক্ষা চাইবো! এত হীন নয় বাংলার নবাব। আমি সেই সতীর—আমার মাতার অভিশাপ সফল করবো। সমরাঙ্গণে—প্রহরণ-উপাধানে—নর-বক্ষ-রক্তসিক্ত মৃত্তিকায় শয়নে ইতিহাস পৃষ্ঠায় বীরনাম খোদিত করবো। রাজ্য সিংহাসনের জন্য এ অশ্রু নয়—নিজের জীবনের জন্যও এ অশ্রু ঝরে নাই উজীর।"

"তবে?"

"তবে, কেমন করে—কি ভাবে—কোন ভাষায় এ অশনি সম নিদারুণ বাণী—মাতৃহীন, পিতৃভক্ত বিজয়সিংহের কোমল কমল কোরকতুল্য বালক পুত্রকে শোনাব—কি করে তার শিশু সরল হৃদয়ে শেলাঘাত করবো, এই চিন্তায়—এই কল্পনায়—এই বেদনায় কাতর আমার চিত্ত—নেত্র আমার সিক্ত।"

"তাহলে জ্বলন্ত অনল প্রজ্বলনে ও নয়ন-নীর শুষ্ক করে ফেলুন বঙ্গেশ্বর,—আমি শুনেছি।"

"এই যে এসেছ! এসেছ প্রিয় আমার—ভক্ত আমার—বন্ধু আমার! নিষ্ঠুর নবাবের নিষ্ঠুরতা বিস্মরণে—অপরাধ মার্জ্জনে এসেছ তুমি স্বর্গের সৌরভ-বাসিত, অমর-সেবিত, অমিয় অমর-পরাগ? হে উদারতার মূর্ত্ত-মূর্ত্তি, আমিই তোমার পিতৃ-হত্যার উপলক্ষ; অপরাধীকে অভিশাপ অনলে আর দগ্ধ করো না—তার জীবন আর জ্বালাময় করে তুলো না।"

"কোন মধুর ভাষায় এ অপরাধের মার্জ্জনা-বাণী উচ্চারণ করবো, কল্পনা যে তা আঁকড়ে উঠতে পারছে না নবাব। কোন ভক্তের মহিমায় এ অপরাধের পূজা করবো—ধারণা যে তা ধরতে পারছে না প্রভু! আপনার ন্যায় মহান অপরাধীই;—অনামা, অজানা ব্যক্তির পুত্র আমি,—আমায় করেছে আজ সর্ব্বজন সমাদৃত—বঙ্গ-বিখ্যাত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিমান, প্রতিষ্ঠা-বান পুরুষ-সিংহের পুত্র। আপনার এই অপরাধ—আমায় আজ করেছে, দ্বিতীয় বঙ্গেশ্বরতুল্য সম্পূজিত সম্মানিত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতির তনয়। আজ আপনার এই অপরাধ আমায় করেছে বীরের সন্তান। এ মন, প্রাণ, শক্তি, শৌর্য্য, বক্ষ-শোণিত দেহের সামর্থ্য সবই তো আপনার পদে পূর্ব্বেই উৎসর্গীকৃত, তাই ভাবছি—আজ কি দিয়ে কোন ভাবে আপনার অপরাধের পূজা-উপচার অর্পণ করবো! আজ পিতার মহা-কীর্ত্তি-কাহিনী, মার্ত্তণ্ডতুল্য যশোপ্রভা, সাগর-শক্তি-সংঘাতিত বীরত্ববাণী শুনছি—আর আনন্দে গর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র বক্ষ—প্রভঞ্জন-আঘাতিত বারিধির ন্যায় মুহুঃমুর্হুঃ স্ফীত

হয়ে উঠছে। ইচ্ছা হচ্ছে, এই আনন্দদাতা—গৌরবদাতা নবাব-পদে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। ইচ্ছা হচ্ছে, অবিরাম দেব নামের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলি,—আমি বীর বিজয়সিংহের পুত্র—আমি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রধান সেনাপতি বিজয়সিংহের পুত্র—আমি প্রভুভক্ত, রণ-মৃত, রাজানুগত বিজয়সিংহের পুত্র।"

"আমিও যে দিশেহারা হয়ে পড়লুম। আমিও যে বুঝতে পারছি না—স্বর্গ ঐ ঊর্দ্ধে না এই মর্ত্ত্যে। বুঝতে পারছি না, কোন ভাষায় তোমায় অভিভাষিত, অভিবরিত করবো—কোন আনন্দ অবদানে তোমায় অভিবাদিত অভিনন্দিত করবো—কোন কল্পনায় তোমার অনুমেয় চরিত্রের উপমা দেব! অদ্ভুত! অদ্ভুত! খোদার সব মহিমায় গঠিত অন্তর তোমার—সব বিস্ময়ে সৃজিত কার্য্য তোমার—সব উদারতায় ভূষিত বাক্য তোমার—সব প্রহেলিকায় নির্ম্মিত জীবন তোমার। তাহলে হে সেনাপতি-পুত্র, বীর-নন্দন, পিতার শূন্য স্থান পূর্ণ করে বঙ্গ-বাহিনীর প্রধান কাণ্ডারীরূপে অবতীর্ণ হও রণাঙ্গণে? পিতৃপদ—পুত্রেরই প্রাপ্য। তাই আমি আজ তোমায়, তোমার পিতৃপদে—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রধান সেনাপতিপদে অভিবরণ করলুম।"

"এ বান্দার একটা নিবেদন আছে জাঁহাপনা।"

"নিবেদন থাকে—বল; বাধা তো দিচ্ছি না উজীর।"

"সাহান-সার আদেশ প্রতিরোধের অধিকার এ গোলামের না থাকতে পারে, কিন্তু সদ্‌যুক্তি প্রদানের অধিকার আছে।"

"বল, কি তোমার সদ্‌যুক্তি?"

"এই বালক, আপনার যতই ভক্ত, যতই প্রিয় হোক না, কিন্তু নবাব-কটকের প্রিয় নয়—সৈন্যদল বালকের ভক্ত নয়। বালক, আপনার চক্ষে উচ্চ উদার হলেও নিরক্ষর নির্ব্বোধ সৈন্যের চক্ষে বালক—বালক মাত্র। বালককে যারা রক্তনেত্রে তর্জ্জনী হেলনে—কণ্ঠ গর্জ্জনে শাসন করে এসেছে—তারা আজ বালকের অনুশাসন কখনই পালন করবে না।"

"তারা না করে, তাদের প্রভু—বাংলার নবাব সর্ব্বজন সমক্ষে পালন করবে। আদেশ আমার অনড়—অভঙ্গ! এই বালকই এ ইতিহাসখ্যাত সমর-যজ্ঞের প্রধান সেনাপতি—আর আমি এই বালকের সহকারী।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"নবাব গৌরববাহী সৈন্যগণ, কেশরী-সাহস বক্ষে আবদ্ধ করে—ইরম্মদের তেজ বাহুতে আকর্ষণ করে—অরাতি কর দলন। তোমাদের আয়ুধ-ঝঙ্কারে শত্রু-কর্ণ হোক বধির। অস্ত্রের উজ্জ্বলতায় বিপক্ষ-নেত্র হোক নিষ্প্রভ। অস্ত্র নিপাতনে লুন্ঠিত হোক শত্রুশির ভূতলে। ছোট—ছোট শিকার-দৃষ্ট সিংহ-সম—ছোট উল্কাসম মৃত্তিকা মন্থনে—অরাতি নাশনে। আর সহকারী সেনাপতি নবাব সরফরাজ, তুমি ছোট ঐ বিপক্ষ-তপন আলিবর্দ্দীর শক্তি দলনে—বক্ষ বিদারণে।"

"সেনাপতির আদেশ, সহকারী সরফরাজ সসম্মানে শিরে ধারণ করলো।"

স্বয়ং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বর, কোটী কোটী নর-নারীর ভাগ্য-দেবতা নবাব সরফরাজ সত্যই এক ক্ষুদ্র বালক-আদেশে স্বীয় সৈন্যসহ আলিবর্দ্দীর প্রতি ধাবিত হইলেন।

বালক-আদেশ পালনে ইতস্ততঃ চিন্তিত সৈন্যগণ, সে দৃশ্যে সে আদর্শে—বালক আদেশে বিপক্ষ-বাহিনী আক্রমণে আগুয়ান হইল।

বালকের রণ-ক্ষিপ্রতা, যুদ্ধ-দক্ষতা, রণ-নিপুণতা, সৈন্য ব্যূহ রচনা দর্শনে স্বপক্ষ বিপক্ষ স্তম্ভিত হইল! স্বপক্ষ ভাবিল,—বালক বিধি-প্রেরিত—উল্লাসে তারা রণোন্মাদনায় মাতিল।

দ্রুতগতি অশ্ব ছুটাইয়া আলিবর্দ্দীর নব নিয়োগযুক্ত সেনাপতি—বালক-আক্রমণকারী সৈন্যদল সন্নিধানে আসিয়া তাহাদের লক্ষ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

"সৈন্যগণ, বালককে নিরস্ত্র কর—বন্দী কর; কিন্তু বালক অঙ্গে কেহ অস্ত্রাঘাত করো না—নবাব আলিবর্দ্দীর আদেশ।"

সু-উচ্চ সুতীব্র স্বরে বালক বলিয়া উঠিল,...

"তোমার প্রভু, নবাব সরফরাজের ভৃত্য আলিবর্দ্দীকে এ দুরাশা পরিত্যাগ করতে বল। স্বেচ্ছায় সিংহশাবক শৃগালের করে আত্মসমর্পণ করবে না।"

"আত্মসমর্পণ না করলে প্রাণ দিতে হবে।"

"তাতে প্রাণ-প্রিয় পশু-প্রাণে কাতরতা জাগলেও, বীর হৃদয়

রণ-মৃত্যু শ্রবণে কাতর হয় না—বরং উল্লাসে অধীরে নৃত্য করে উঠে।"

"কিন্তু তুমি একটা জগতের দুর্লভ রত্ন—একটা গৌরবময় আদর্শ। তাই এ মহোচ্চ আদর্শ অস্ত্রাঘাতে চূর্ণিত করতে, আমার দয়াল প্রভু আলিবর্দ্দী কাতর—কুণ্ঠিত।"

"যে প্রভুর বক্ষ-শোণিত-পানাশায়—অস্ত্র উত্তোলনে—সুদূর দেশ থেকে আসতে পারে—তার এ কুণ্ঠা, এ কাতরতা মেষ-শাবকের জন্য ব্যাঘ্রের শোকবৎ।"

নবাব যেদিকে যুদ্ধ-নিরত, সহসা সেই দিক হইতে এক সঙ্গে, এককালীন জলস্থল ব্যোম বিকম্পনে আগ্নেয়াস্ত্রের ভীম রোল সঘনে গর্জ্জিয়া উঠিল।

বালক দেখিল, সকলে দেখিল, প্রায় সহস্রাধিক রক্তবেশ পরিহিত, রক্তটীকা-বিশোভিত সৈন্য আগ্নেয়-আয়ুধ-ধারা জল-ধারার ন্যায় অবিরাম বর্ষণ করিতেছে। বিস্ময়ে বালক দেখিল, বিপক্ষ সপক্ষ দেখিল—তাহারা হিন্দু। অবাক-অপলকে বালক দেখিল, সকলে দেখিল—তাহারা কেবলমাত্র নবাব-সৈন্য প্রতি অগ্নিগোলক-ধারা বর্ষণ করিতেছে। সে ধারায় নবাব-সৈন্য শোণিত-প্লাবনে প্লাবিত—লুণ্ঠিত হইল। বিপুল বিস্ময়-তরঙ্গে বালক দেখিল—সেই সৈন্যদল সম্মুখে এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠোপরি আলু-লায়িত-কুন্তলা—ভীষণ-দর্শনা—লোল-রক্ত-বসনা—অস্ত্র-শস্ত্র-শোভনা বরাঙ্গী রমণী মূর্ত্তি বিরাজমানা। বালক স্তম্ভিত, বিস্মিত—যুদ্ধস্মৃতি বিরহিত হইয়া সেই রণরঙ্গিণী বীরাঙ্গনার প্রতি চাহিয়া রহিল—

সহসা আগ্নেয়াস্ত্র-মুখ-নিঃসৃত একটা তপ্ত লাল গোলক ছুটিয়া আসিয়া বাংলার নবাব মহীয়ান—গরীয়ান নবাব-বক্ষ বিদ্ধ করিল। আর্ত্তনাদে নবাব দীর্ণ-বক্ষে ধরণীবক্ষে পতিত হইলেন। উন্মাদের ন্যায় উচ্চনিনাদে বালক চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময়ে আত্মবিস্মৃত বালক-কর হইতে আলিবর্দ্দীর সেনাপতি অস্ত্র আকর্ষণ করিলেন। শিথিল-মুষ্টি-ধৃত করবাল সহসা আকর্ষণে বালকের করচ্যুত হইল।

তীব্র ঝঙ্কারে বালক বলিল,—

"এ বীর ধর্ম্ম নয়—শৃগাল ধর্ম্ম।"

"একটা মহৎ অবদান—মহান কীর্ত্তি সংরক্ষণে কোন ধর্ম্মই নিন্দিত নয়। তোমার ন্যায় মহৎ মহান প্রাণ রক্ষণে—তোমার পূত অঙ্গ স্পর্শনে আজ আমার সৈনিক-জীবন ধন্য হলো।"

সেনাপতির কণ্ঠস্বর নিঃশব্দিত না হইতেই মহা মহোৎসাহে মহা হর্ষোচ্ছ্বাসে আলিবর্দ্দীর সৈন্যবৃন্দ বালককে শিরে ও স্কন্ধে উত্তোলনে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে ছুটিল। তারপর সেই বীর বালককে তাহারা স্বীয় প্রভু আলিবর্দ্দীর সকাশে উপস্থিত করিল।

বালককে সৈন্যবৃন্দ স্কন্ধে বাহিত করতঃ আলিবর্দ্দী-সমীপে আনয়ন, এবং আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক বীর বালকের পিতা বিজয়সিংহের হিন্দু দ্বারা বীরযোগ্য সৎকার ও বালকের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি মহা মহারোহে সমাপন করার ঘটনা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াই ইতিহাস এই বীর বালকের কাহিনীর অবসান করেছেন। সুতরাং

আমিও এইখানে এই অকল্পনীয় অভিমন্যুসম বীর বালকের মহান চরিত্রের পটক্ষেপণ করলুম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"নবাব!"

"এই যে এসেছ। বড় শুভ মুহূর্ত্তে—বড় সু-সময়ে এসেছ তুমি রণ-দেবী, আয়ুধ ধারণে—রক্ত বসনে। এস আমার নয়ন-সম্মুখে—তোমার জগজ্জ্যোতির্ম্ময়ী মহা মাতৃ-মূর্ত্তি অন্তিমে একবার শেষ দেখা দেখে নিই। দাঁড়াও মহিমার আলেখ্য অঙ্কিত করে শির শীর্ষে—দাঁড়াও একবার স্মিত-স্নাত-শুভহাস্যে। অভিশাপ ছেড়ে একবার এ প্রয়াণপথ-যাত্রীকে মুক্ত-চিত্তে—মুক্ত-ভাষে কর আশীর্ব্বাদ। তোমার পুণ্য মুখ-নিঃসৃত—মঙ্গল-নিষিক্ত আশীষ-বাণী শুনতে শুনতে মহা পুলকে—মহা আলোকের দেশে প্রস্থান করি।"

"এ কি অদ্ভুত জটিলতা-জাল-আবদ্ধ ধ্বনি শোনাও নবাব! অন্তর আকুল—বিবেক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একি শ্রবণ-ভ্রান্তি, না কপটের কপটবাণী?

"দীর্ঘ জীবনে বহু পাপ—বহু অন্যায় কার্য্য প্রতি পদক্ষেপে করেছি। আজ এই খোদার বিচারালয়ে গমন সময়ে কপটতার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত করবো আমার পাপ কর্ম্মের অঙ্গ?"

পূত-পবিত্র, শুদ্ধ স্বচ্ছ অকৃত্রিমতায় মানব এই পুণ্য-মুহূর্ত্তে—এই জীবন-যবনিকার পতন সময়ে ভক্তিভরে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ—ঈশ্বর-রূপ ধ্যান করে, আর আমি কপট বাক্য উচ্চারণ করবো! মানব, কল্পিত দেব-দেবীর ধ্যান করে—আর আমি সেই দেবী মূর্ত্তি—সজীব মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করছি, সেই দেবীর সম্মুখে মিথ্যা বলবো! সতী তুই—দেবী তুই, তাই আজ তোর অভিশাপে বাংলার এক মহা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হলো। বঙ্গ-ইতিহাস-পৃষ্ঠা আজ তোরই জন্য মহা আলোকে—মহা কলেবরে পরিপুষ্ট হয়ে উঠলো। ইতিহাসপৃষ্ঠাবর্দ্ধিনী, আলিবর্দ্দীর ভাগ্য-প্রদায়িনী, ভবিষ্যৎ বঙ্গ-ইতিহাস-বক্ষ-বিহারিণী মূর্ত্ত-দেবী, তোর অভিশাপ যেমন আজ আলিবর্দ্দীকে মহাভাগ্যপ্রদানে বাংলার সিংহাসন অর্পণ করলো—তেমনি আমাকেও আজ মহা-গৌরব-মাল্যে—সৌভাগ্য-টীকায় শোভিত ভূষিত বরিত করলো। ধন্য—ধন্য—শত ধন্য তুমি রাজপুত-বালা। তোমারই জন্য আজ সরফরাজের পতন—আলিবর্দ্দীর উত্থান! এ কাহিনী যতদিন ইতিহাস থাকবে, ততদিন চির-খোদিত—চির-জাজ্জ্বল্য—চির-জাগ্রত হয়ে তোমার স্মৃতি—তোমার কীর্ত্তি তোমার মূর্ত্তি—মানব-চিত্তে মহা বিস্ময় জাগিয়ে তুলবে।"

"আমি তোমার জননী!"

"এখনও কি বুঝতে পার নাই মা? জননী জ্ঞান না করলে—তোমার পদে কি পুষ্পগুচ্ছ পুষ্পাঞ্জলীস্বরূপ প্রদান করি? সতী না ভাবলে কি তোমার পদধূলি গ্রহণে উদ্যত হই?"

"প্রহেলিকা! প্রহেলিকা! এখনও প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন অন্তর আমার। এখনও সন্দেহে ব্যাকুল বক্ষ আমার। আবার—আবার বল নবাব,—সত্য সত্য কি এ বাণী! সত্যই কি আমি তোমার জননী?"

"সত্য—সত্য—সত্য। সত্যই তুই আমার জননী। ঐ আশমানে দীপ্ত-তপ্ত রবি দেদীপ্যমান! ঐ আরও উর্দ্ধে—মহা উর্দ্ধে বিশ্বপিতা খোদা বিদ্যমান; এই মর্ত্ত্যে বীরের দেবতা 'অস্ত্র' আমার অঙ্গে শোভমান; এই অস্ত্রস্পর্শে—ঐ সূর্য্য সাক্ষ্যে—এই প্রয়াণ-শয্যা-শয়নে—ঐ খোদার নাম স্মরণে বলছি তুই আমার জননী—জননী—জননী।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"এ চিতা-সজ্জা হতে ক্ষান্ত হও মা—এ ইচ্ছা রুদ্ধ কর সতী! সন্তানের প্রতি সদয়া হয়ে আজ আবার কেন নিদয়া হও জননী? পুত্র-হৃদয় নিদারুণ শেলাঘাতে চূর্ণ করো না—সন্তানকে শোকাবর্ত্তে প্রক্ষেপ করো না গো করুণাময়ী।"

"না—না, বাধা দিও না সর্দ্দার। কাতরতায় করুণায় আমার পুণ্য-কর্ম্মে—কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিঘ্ন এনো না। এ আমার ব্রত উদ্‌যাপন—প্রতিজ্ঞা পূরণ। এ আমার জ্বালার অবসান—

তাপদগ্ধে অন্তরের শান্তি-সরোবর। নারী হয়ে রমণীর স্বভাব-জাত স্নেহ মমতা, প্রীতি, প্রেম, করুণা কোমলতা বিসর্জ্জনে; হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, কপটতা, নীচতায় হৃদয় পরিপূর্ণ করেছি; করুণা-কোমল করে পিশাচিনীর ন্যায় মানব-হৃদয়-নাশী তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধরেছি। স্বকরে সন্তান সরফরাজকে হত্যা করেছি। পর্ব্বত-শিখর-নিঃসৃতা প্রবাহিনীর ন্যায় প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্তা হয়ে অবাধে এক প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে ভীষণা ভৈরবী রাক্ষসী মূর্ত্তিতে ছুটে বেড়িয়েছি। ধিক্কার জন্মেছে জীবনে। অনল অপেক্ষা উত্তাপিত আজ আমার অন্তর। এ নয় আমার মরণ—এ আমার জীবন। তাই আজ এ ঘৃণিত জীবনের অবসানে—শান্তি-জীবন অর্জ্জনে এই চিতা রচনা। এ সুখ শয্যা রচনায় বাধা দিও না।"

"মা হয়ে, মা—সন্তানে কাঁদাবি ?"

"চুপ—চুপ, মা নামে আর ডেকো না। মা নই—মা নই! আমি—আমি রাক্ষসী—আমি সৃষ্টি-বিনাশী। সন্তান সরফরাজের মৃত্যুর উপলক্ষ হয়েছি, আবার তোমাদের সংহার করবো। এ রাক্ষসীর জীবন জগতের হয়তো আরও অনেক অনিষ্ট সাধন করবে—আরও অনেক অমূল্য প্রাণ অকালে হনন করবে। তাই বলি, মরণেই আমার মঙ্গল—জগতের মঙ্গল।"

সহসা এক বিপুল জনতা শ্মশানস্থিত সকলের দৃষ্টিগোচরী-ভূত হইল। স্বীয় চিতা সজ্জাকারিণী রাজপুত-বালাও তাহা দেখিতে পাইলেন। চিতা-সজ্জা বিস্মরণে রাজপুত-বালা সেই শ্মশান-আগত জনতার প্রতি অবাকে অপলকে চাহিয়া রহিলেন।

জনতা সন্নিকটবর্ত্তী হইলে সানুচর সর্দ্দার বিস্ময়ে দেখিল,—জনতা শবদেহবাহী। দেখিল,—এক মহার্ঘ্য পালঙ্কোপরি, স্বর্ণ-বিজড়িত মখমল বস্ত্রাবৃত, পুষ্প-বিশোভিত শবদেহ—সুদৃশ্য বেশধারী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা বাহিত। শব-যাত্রীর সর্ব্বাগ্রে ম্লান বদনে, সিক্ত নয়নে, এক সুসৌম্য সুপ্রিয়দর্শন প্রবীণ ব্যক্তি, আর পশ্চাতে বিপুল জনবাহিনী। বাহিনীর সকলেরই নগ্নপদ, মুক্তশির, বিষাদ বদন, নত আনন। যেন একটা সচল শোকোচ্ছ্বাস ধীরে—গম্ভীরে আগত। সেই সম্মুখবর্ত্তী প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপে সর্দ্দার ভরাট গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল,—

"মা ?"

উত্তর নাই।

পুনঃ সর্দ্দার ডাকিল,—

"মা ?"

উত্তর নাই।

উত্তর না পাইয়া সর্দ্দার রাজপুত-বালার প্রতি চাহিল, দেখিল, সে মূর্ত্তি যেন প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভয়-ব্যাকুলিত কণ্ঠে সর্দ্দার আবার ডাকিল,—

"মা! মা! মা ?"

দূরে সেই বৃদ্ধের কর্ণেও আর্ত্ত ব্যাকুলতায় ধ্বনিত হইল,—

"মা! মা! মা ?"

সর্দ্দার-সহচরেরা ব্যাপার কি, না বুঝিলেও তাহারাও উচৈঃস্বরে ডাকিল,—

"মা? মা? মা?"

'মা' কিন্তু নীরব—নিশ্চল।

শব-বাহিনীর অগ্রগামী প্রবীণ ব্যক্তির গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল—ক্রমে তাঁহার গতি পবনবৎ হইল। উদ্‌ভ্রান্ত তরঙ্গের মত বৃদ্ধ রাজপুত-বালার সম্মুখে আসিয়া আর্ত্ত ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—

"মা! মা! মা!'

এবার মায়ের চোখের পলক একবার স্পন্দিত—বক্ষ একবার বিস্ফীত হইয়া উঠিল। উন্মাদের ন্যায় বিভ্রান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—

"মা! মা! মা! এতদিন পরে হতভাগাকে দেখা দিলি মা! তোকে ডাক্‌তে দীর্ণনাদে আকাশ কাঁপিয়ে তুলেছি। নয়নে অশ্রুর প্রবাহ ছুটিয়ে অবিরাম তোরেই কেবল এতদিন ডেকেছি। তাই আজ এ অসময়ে সদয়া হয়ে দেখা দিলি মা? এতদিন পরে বৃদ্ধের আর্ত্ত আহ্বান হৃদয়ে আঘাত করলো জননী! আর—আর কিছুদিন পূর্ব্বে কেন কৃপা করলিনি মা? তাহলে—তাহলে আজ আমার প্রাসাদ শ্মশান—হৃদয় মরুভূমি হতো না; তাহলে আজ আমায় অনুতাপানলে দগ্ধ হতে হতো না। আজ এই মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে মুক্তভাবে উচ্চকণ্ঠে বলছি—

তুই সতী—সতী—সতী! তোর প্রত্যেক অভিশাপটি আজ সজীবতায় বৃদ্ধের সম্মুখে—জগৎ সম্মুখে ফুটে উঠেছে। দলিত হয়েছে আমার মান অভিমান—পাঠান-পদে। চূর্ণিত হয়েছে—

আমার জাত্যাভিমান বংশাভিমান—যবন কোপে। লুণ্ঠিত হয়েছে ভারতপূজা স্বর্গ-ভবন-সম শেঠ-প্রাসাদ—যবন-হস্তে! শুধু তাই নয় মা, মহামান্য দিল্লীশ্বর সম্পূজিত, জগৎবরেণ্য; যার ধন দৌলত বিস্ময়-তরঙ্গে দেশ দেশান্তরে বিঘোষিত—যার যশ-সৌরভ পবন-বাহনে বাহিত, সেই বিশ্বধন্য, মানবগণাগ্রগণ্য, নৃপতিবরেণ্য জগৎশেঠ দীনহীন, সামান্য নগণ্য তস্করের ন্যায় বন্দী হয়েছিল যবন-কারাগারে! নবীন নবাব আলিবর্দ্দী আমায় মুক্ত করে দেন। অপমানে আমার বক্ষ-পঞ্জর দীর্ণ—চূর্ণ। শোকাঘাতে অন্তর আমার জ্বালা-জর্জ্জরিত। আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা—যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছিস্। এবার আমায় দয়া কর—এবার আমায় ক্ষমা কর মা।"

"পিতা, অগ্রে বল—ঐ পালঙ্কে পুষ্পভূষণে, কে করেছে শয়ন?"

"সতীর পতি।"

"আর ঐ পতির সেবিকা, তার শয্যা স্ব-করে ঐ করেছে রচনা। সতী যদি হই পিতা, তবে এই সতী-কর-সজ্জিত শয্যায়—আমার বক্ষ উপাধানে—সতীর পতিকে শয়ন করিও—এই তোমার পদে অন্তিম প্রার্থনা।"

"কোথায় যাও মা?"

"সতী আমি—পতি পূজনে।"

"ক্ষান্ত হও সতী—ঘরে চল মা।"

"পতি পদতলই সতীর ঘর, সেই ঘরেই চলেছি তো পিতা। অভাগিনীর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়ে থাকে যদি, তবে অন্তিম প্রার্থনা আমার পূর্ণ করো পিতা।"

সতী স্বীয় রচিত চিতায় স্বকরে অগ্নি প্রদানে, স্বামীর পদধূলি শিরে ধারণে, শ্বশুর-পদে প্রণত হইয়া হাস্য আননে, উজ্জ্বল নয়নে স্বীয় সজ্জিত চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন।

জগৎশেঠের আদেশে সেই মুহূর্ত্তে সতীর পতিও পত্নী-শয্যায় নিক্ষেপিত হইলেন। সকলে কণ্টকিত গাত্ররুহে—বিপুল বিস্ময়-পুলকোচ্ছ্বাসে দেখিল,—

সতীর দুটী মৃণাল বাহু—পতিকে আবেষ্টন করিল!

সেই অমর-কল্পিত, আত্মোৎসর্গময় মহতী-মহীয়ান দৃশ্য দর্শনে, অজানিত বিভোরতায় সকলের কণ্ঠে মহানাদে ধ্বনিত হইল,—

"সতী—সতী—সতী"

অবসান

কে গা তুমি লজ্জাবতী লতা ? তুমি কাদের কুলের বউ ?

এমন মাঠের পথে বাঁকে ; সাঁঝ-পহরে কলসী কাঁকে,

কদমচালে যাচ্ছো একা ;—সঙ্গে নাইকো কেউ, তুমি কে গা ?

পল্লীবধূ ! পল্লীবধূ !

পল্লী-সাহিত্য-সমাজের ঔপন্যাসিক-পঞ্চায়েৎ—পল্লীচিত্রাঙ্কণে সিদ্ধহস্ত

"রহস্যলহরী"-সম্পাদক—বাংলার ঔপন্যাসিক-ইন্দ্র

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

হাজারের সেরা একখানি উপন্যাস

পল্লী-বধূ

—•—

চিত্রে—নানা চরিত্রে

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ভাব বৈচিত্র্য ।

যে নিপুণ তুলিকায় "পল্লীচিত্র" "পল্লীবৈচিত্র্য" অঙ্কিত ;—

সেই মন্ত্রঃপূত তুলিকাঙ্কিত 'নূতন কিছু' দেখাইবার

জন্যই "পল্লীবধূ"র নবাবিষ্কার !!!

চিত্রশিল্পী—মিঃ এন্, দাস ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার ইত্যাদি

রেশমী বাঁধাই, এণ্টিকে ছাপা, ৮খানি চিত্রযুক্ত ১৲ টাকা, ডাকে ১।০

'কমলিনী-সিরিজের

পঞ্চম বর্ষের পাঞ্চজন্য

'ক্ষত বক্ষঃস্থল, কিন্তু পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা'

দীর্ঘ চারি বৎসরকাল নকল-নবীশ, হিংসা-বাগীশদের স [illegible] করিয়া বক্ষঃস্থলে কত বিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন নাই ;— উপন্যাস-সাহিত্য-সমরে 'কমলিনী' আজও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই!

১৲ এক টাকা সংস্করণ বলিতে একমাত্র 'কমলিনীই' বর্ত্তমান

অনেক হইল, গেল—আরও অনেক হইবে, তবে টিকিবে, কতদিন ;— টীকেন্দ্রজীৎ ভিন্ন সে কথা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। এবার রণশ্রান্ত 'কমলিনী'র বিজয়োৎসবের জন্য কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরে—

উপন্যাসাচার্য্য পণ্ডিত

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত

স্বামার ঘর

অতি বড় ঘরণী, না পায় ঘর,

অতি বড় সুন্দরী, না পায় বর

প্রবাদ এইরূপ হইলেও অত বড় দরের ঘরণী 'পার্ব্বতী' কিন্তু জীবনের অবেলায় স্বামীর ঘরেই সংসার পাতিল! আর লক্ষ্মী! লক্ষ্মী অতি বড় সুন্দরী হইয়া শিবের মত বর, অথবা রামের মত স্বামী পাইল, সে বিচার আপনারা করুন।

৫ খানি বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র ও ১ খানি দ্বি-বর্ণরঞ্জিত চিত্র

'তার উপর পেচ্ছদপটের অদৃষ্টপূর্ব্ব-জীবন্ত-শ্রী দেখিলে' চক্ষে আর পলক পড়িবে না। আ-মরি-মরি! উপন্যাসের কি রূপ রে!

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকে ১৷০ পাঁচ সিকা।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির, ১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা